

তার ইঙ্গিত কোন দিকে ছিল, তা অনেকেই আশঙ্ক করার চেষ্টা করেন। শুভেন্দুরের সেই ছমকিরে এদিনের রায়ের সঙ্গে জুড়ে দেখানোর জন্য চেষ্টা করেন মমতা। মুখামস্তি কোষে লেঝাতে চান, বিজেপিই ককাকি নেজেছে। গোটা ব্যাপারটির পিছনে যে ষড়যন্ত্র রয়েছে, তা আরও স্পষ্ট করে বোঝাতে ইঙ্গিত করতে মুখামস্তি এও বলেন, “একজনকে দেশে-লোনা বিজেপির হয়ে ভোট দাঁড়িয়ে গেলা” মমতার কাষা, “সুপ্রিম কোর্ট গোটা বিষয়টি স্টেট অ্যাসাইন করে বেলজিঙ্ক, নুতন করে ডিভিশন বেধে তৈরি হোক। কিন্তু কাকে নিয়ে ডিভিশন বেধে গড়বে? বিচারের বাণী নীরবে নিভুতে কান্দে।” তিনি বলেন, “আমি বিচারকে নিয়ে কিছু বলছি না। রায় নিয়ে কথা বলছি। এবং রায়কে আমি চ্যালেঞ্জ করছি।” মমতা এদিন আরও বলেন, “রায় নিয়ে বলার অধিকার আমার রয়েছে। আমি চ্যালেঞ্জ করছি। কারণ ২৬ হাজার ছেলেমেয়ের চাকরি বাতিল মানা প্রায় দেড় লক্ষ পরিবার। বলছে কি না আট বছর তাঁরা চাকরি করেছে। চার পঞ্চাশের মধ্যে সব টাকা ফেরত দিতে হবে। এটা সম্ভব নয়” এরপর মুখামস্তি বলেন, “আপনার যাঁরা এই রাষ্ট্রটি দিচ্ছেন, সারা জীবন আপনারা যাঁরা চাকরি করলেন, তাদের যদি টাকা ফেরত দিতে বলা হবে পারবেন দিতে? মুখামস্তি এও শুনিয়ে দেন, সব তো সরকারি টাকায় চলেন, সরকারের গাড়িতে চড়েন, সরকারি নিরাপত্তা পান। আমরা আপনাদের সম্মান করি। এরপর চ্যালেঞ্জ ছুড়ে বলেন, আমি এই অর্ডারকে নেআইনি বলছি। বিচারপতিকে নয়। আমরা এটা নিয়ে উচ্চ আদালতে যাচ্ছি।”

পারগনা, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, হুগলি, বাঁকুড়া, বীরভূম, কলকাতার চম্র তাপপ্রবাহ চলেছে কলকাতায় ৪০ ডিগ্রির উপর তাপমাত্রা উঠেছিল ১৯৮০ সালের এপ্রিল মাসে। সেবার মহানগরিতে রেকর্ড তাপমাত্রা ছিল ৪১.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এখনও পর্বতশ্রেণী কলকাতায় ৪০.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে। একটানা ৪০ ডিগ্রির উপর কলকাতার তাপমাত্রা আট দিন ছিল ২০১৬ ও ২০০৯ সালে। ২০২৬ সালেও ৪০ ডিগ্রির উপর তাপমাত্রা ৭টি দিন ধরে। আর এ বছর গরমের সঙ্গে তাপপ্রবাহের জ্বালাও সহ্য করতে হচ্ছে শহরবাসীকে। উত্তরবঙ্গে এতদিন বৃষ্টি হচ্ছেল। তবে এবার পাছড়েও গরম পড়বে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। দর্পিলতা, জলপাইগুড়ি, কালিশম্পা, আশুপুষ্কর, কোকাবিহাড়ে তাপমাত্রা বাড়বে। সমতলের মালদহ এবং উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে বেশ গরম পড়বে আগামী কয়েকদিনে।

নীতাজলি
সরাস্বতী রিসোর্ট

বুকিং চলছে

M: 9830217166 / 9875658238
8820071827 / 8334826975
আয়োশ্বা, আরামা, পুরুলিয়া

পূর্ব রেলওয়ে যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্য এবং সন্তুষ্টি নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ

কলকাতা, ২২ এপ্রিল : পূর্ব রেলওষে তার যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্য এবং সন্তুষ্টি নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, বিশেষ করে যারা সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণীর এবং স্লিপার ক্লাস কোচে ভ্রমণ করে। এই প্রতিশ্রুতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে, পূর্ব রেলওয়ে দূরপাল্লার ট্রেনে যাত্রীদের জন্য সহজে পানীয় জল এবং বাজেট-বান্ধব খাবার সরবরাহ করার লক্ষ্যে একাধিক উদ্যোগ বাস্তবায়ন করেছে। যাত্রার সময় হাইড্রেটেড এবং ভাল খাদ্যমানের গুরুত্ব অনুধাবন করে, পূর্ব রেলওয়ে প্যাকেজড পানীয় জল এবং জনতা খাবার যাত্রীদের জন্য সহজলভ্য করার জন্য সক্রিয় পদক্ষেপ নিয়েছে। এই উদ্যোগের মধ্যে সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণীর এবং স্লিপার ক্লাসের বগিগুলির কাছে পানীয় জলের বোতল স্থাপনের পাশাপাশি দূরপাল্লার ট্রেনগুলির বগিগুলির মধ্যে সরাসরি জনতা খাবার এবং প্যাকেটজাত পানীয় জলের ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।ট্রেন স্টেশনে থাকার সময় যাত্রীদের আর জল ও খাবারের খোঁজ করতে হবে না।



পরিবর্তে, আইআরসিটিসি দ্বারা নিযুক্ত বিক্রেতারা এখন সাশ্রয়ী মূল্যের খাবারের বিকল্প এবং পানীয় জলের প্যাকেটগুলির সাথে সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণীর এবং স্লিপার ক্লাসের



কম্পার্টমেন্টের দোরগোড়ায় পৌঁছেছেন। এই পরিষেবাগুলির লক্ষ্য যাত্রীদের অসুবিধা দূর করা, বিশেষ করে গ্রীষ্মের প্রচণ্ড মাসগুলিতে। পূর্ব রেলওয়ে

সহায়তা করার জন্য প্রস্তুত। জনতা খাবারের দাম সাশ্রয়ী মূল্যের। প্রতি প্যাকেট ২০, যখন একটি কন্সো খাবার পাওয়া যায় ৫০. উপরন্তু, ২০০-মিলিলিটার জলের প্যাকেটের দাম মাত্র ৩টাকা প্রতিটি। এই পকেট-বান্ধব বিকল্পগুলি নিশ্চিত করে যে যাত্রীরা তাদের মৌলিক চাহিদাগুলি নিয়ে চিন্তা না করে তাদের ভ্রমণ উপভোগ করতে পারে।এই পরিষেবাগুলি রামপুরহাট জং., বর্ধমান, ভাগলপুর, জসিডিহ, মধুপুর, দুর্গাপুর এবং মালদা টাউনের মতো গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনগুলিতে উপলব্ধ, গ্রীষ্মকালীন বিশেষ ট্রেনগুলি সহ যাত্রীরা তাদের যাত্রা জুড়ে মানসম্পন্ন পরিষেবার অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে। পূর্ব রেলওয়ে যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্য এবং সন্তুষ্টি বাড়াণোর জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং সমস্ত যাত্রীদের জন্য ভ্রমণ অভিজ্ঞতা উন্নত করার জন্য উদ্ভাবনী উপায়গুলি অন্বেষণ করতে থাকবে।

মৌদীকে তোপ সিববলের, ‘এভাবে ভারতকে অক্ষত রাখতে পারবেন না’



নয়াদিল্লি, ২২ এপ্রিল : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন কংগ্রেস নেতা কপিল সিববল। সোমবার সকালে এক সাংবাদিক সম্মেলনে কপিল সিববল বলেছেন, সম্প্রতি, প্রধানমন্ত্রী মৌদি একটি ভাষণ দিয়েছেন, মনে হচ্ছে প্রথম দফার নির্বাচন তাঁদের পক্ষে হয়নি। সেই বক্তৃতার পর, আমি মনে করি অনেকেই হতাশ হবেন... যা ইঙ্গিত করে যে এখানে বসবাসকারী সংখ্যালঘুরা অনুপ্রবেশকারী। এটা কেমন ধরনের রাজনীতি ও

সংস্কৃতি ? তিনি সংখ্যালঘুদের বহিরাগত বলে উল্লেখ করেছেন। এটা কেমন ধরনের রাজনীতি ? একদিকে রামমন্দির ও রামের আচারের কথা বলছেন, অন্যদিকে বিশেষ ছড়াচ্ছেন। কোথায় সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, আর সবকা বিশ্বাস? আপনি এভাবে ভারতকে অক্ষত রাখতে পারবেন না। কপিল সিববল আরও বলেছেন, আমি নির্বাচন কমিশনের কাছে জানতে চাই, আপনারা কেন স্কোমও ব্যবস্থা নেননি ? আপনারদের সমালোচনা করা উচিত ছিল এবং বিবৃতিটির পুনরাবৃত্তি না করার জন্য মোটিফ পাঠানো উচিত ছিল, দশুবিধির ১৫৩এ ধারায়। এটি দেশের জন্য এবং নির্বাচন কমিশনের জন্য ভালো নয়। সিববল প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রতিক এক বক্তব্যের সমালোচনা করে বলেছেন, আপনি (প্রধানমন্ত্রী মোদী) ভাষণ দিচ্ছেন, কংগ্রেস অনুপ্রবেশকারী এবং সন্ত্রাসীদের মহিলাদের সম্পর্কিত দেবে। রাজনীতি এমন স্তরে নেমে গিয়েছে, এমনটা ইতিহাসে আগে ঘটেনি এবং আমি চাই না এমতাদারি হোক। আমি নির্বাচন কমিশনের কাছে প্রশ্ন করতে চাই কেন অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

চারধাম যাত্রার প্রস্তুতি শুরু, বিপুল ভক্তের আগমনের প্রত্যাশায় ধামি

দেহরাদুন, ২২ এপ্রিল : আগামী ১০ মে শুরু হচ্ছে এ বছরের চারধাম যাত্রা, ইতিমধ্যেই চারধাম যাত্রার প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে উত্তরাখণ্ড সরকার। উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুশ্প সিং ধামি বলেছেন, ১০ মে থেকে চারধাম যাত্রা শুরু হতে চলেছে, সে জন্য সরকার প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, রাজ্য সরকারের সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টার ফলেই প্রথম পাঁচ দিনে ১১ লক্ষেরও বেশি ভক্ত চারধাম যাত্রার জন্য রেজিস্ট্রেশন করেছেন, এই সংখ্যাটি আগামী সময়ে দ্রুত বাড়বে। উল্লেখ্য, এবারের চারধাম যাত্রা শুরু হচ্ছে আগামী ১০ মে। ওই দিনই ভক্তদের জন্য উন্মুক্ত হবে যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রী ও কেদারনাথ মন্দির। বট্টীনাথ মন্দির উন্মুক্ত হবে ১২ মে। এবারের চারধাম যাত্রায় বিপুল সংখ্যক ভক্তদের আগমনের প্রত্যাশায় রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ধামি, সেই লক্ষ্যে প্রস্তুতিও শুরু হয়ে গিয়েছে।



উত্তরাখণ্ডের পিথোরাগড়ে ২০০ মিটার গভীর খাদে পড়ল গাড়ি

পিথোরাগড়, ২২ এপ্রিল : উত্তরাখণ্ডের পিথোরাগড় জেলায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গভীর খাদে পড়ল একটি গাড়ি। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের, আরও ৪ জন গুরুতর আহত হয়েছেন। পুলিশ জানিয়েছে, প্রায় ২০০ মিটার গভীর খাদে পড়ে যায় গাড়িটা। এক বিয়ের অনুষ্ঠান থেকে তারা ফিরছিলেন, সেই সময় দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। সোমবার সকালে রাজ্য বিপর্যয় মোকাবেলা বাহিনীর দল হেলিকপ্টার উদ্ধার করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, সোমবার সকালে উত্তরাখণ্ডের পিথোরাগড়-আঁচোলি এলাকার আন্দোলির কাছে বোলেরো গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে যায়। এই দুর্ঘটনায় ৪ জন মারা যান এবং ৪ জন গুরুতর আহত হয়েছেন। আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। গাড়িতে মোট ৮ জন ছিলেন, তাঁরা বিয়ের অনুষ্ঠান থেকে ফিরছিলেন। দুর্ঘটনায় নিহতরা হলেন - অজয় কুমার (৩২), পবন কুমার (৪০), অদ্ভদ কুমার (৩৪) ও কেশাশ কুশার (৪৮)।

সিলিভার থেকে বিস্ফোরণ, পুড়ে ছাই নতি মুম্বইয়ের বস্তি

মুম্বই, ২২ এপ্রিল : সোমবার পুড়ে ছাই হয়ে গেল নতি মুম্বইয়ের বেলাপুর এলাকার একটি বস্তি। রান্নার সিলিভার বিস্ফোরণ-এর ফলে আগুন ধরে যায় বস্তিতে। দ্রুত আগুন ছায়ে পড়ে এলাকায়া। মুহূর্তে পুড়ে ছাই হয়ে যায় গোটা বস্তি এলাকা। তবে হতাহতের কোনও খবর নেই। দমকল কর্মীদের প্রাথমিক অনুমান, বস্তির একটি ঘরে রান্নার সময়ে সিলিভার বিস্ফোরণ ঘটে। সেখান থেকেই প্রথমে একটি বুপড়িতে আগুন ধরে যায়। খিঞ্জি এলাকায় আগুন দ্রুত হু হু করে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। চোখের নিম্নেয়ে আগুনে ঝলে যায় গোটা বস্তি এলাকা। খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে পুলিশ দল হেলিকপ্টার বেসি কিছুক্ষণের চেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে আনে আগুন। কিন্তু ততক্ষনে প্রায় সব শেষ হয়ে যায়। গরিব মানুষের ঘর আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

গাজীপুরের আগুন নিভল না,সমস্যায় বাসিন্দারা, রাজনৈতিক তরঙ্গা তুঙ্গে

নয়াদিল্লি, ২২ এপ্রিল : দিল্লির গাজীপুরের ল্যান্ডফিল অঞ্চলের আগুন এখনও নিভল না। বর্জ্যের বিশাল স্তুপ থেকে আগুন ও ধোঁয়া



এখনও নির্গত হচ্ছে, নেভানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে দমকল। দিল্লি দমকল জানিয়েছে, ল্যান্ডফিলে বর্জ্যের বিশাল স্তুপে উপাধিত গ্যাসের কারণে রবিবার সন্ধ্যায় বৃঢ় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। সেই আগুন সোমবার সকালেও নেভেনি। আগুন ও ধোঁয়ার কারণে ল্যান্ডফিলের কাছাকাছি বসবাসকারী বেশ কয়েকজন বাসিন্দা নিজেদের সমস্যার কথা জানিয়েছেন। স্থানীয় এক বাসিন্দা জানিয়েছেন, আগুনের ধোঁয়ার কারণে আমাদের শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। দূষণের কারণে আমরা

চোখে অস্বস্তি সৃষ্টি করছে। আমাদের শ্বাস নিতেও অসুবিধা হচ্ছে। এই ধোঁয়া-কাণ্ডকে ঘিরে রাজনীতি শুরু হয়ে গিয়েছে। সোমবার সকালে ঘটনাস্থলে যান দিল্লি বিজেপির সভাপতি বীরেন্দ্র সচদেব। তিনি বলেছেন, ময়ূর বিহার ও কোভলী সংলগ্ন এলাকার মানুষের জীবন নরকে পরিণত হয়েছে। আমিও ময়ূর বিহারে থাকি, এই যন্ত্রণা বুঝি। যখন পৌরসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছিল, তখন এএপি এবং অরবিন্দ কেজরিওয়াল যোগা করেছিলেন, তাঁরা ২০২৩ সালের ডিসেম্বরের

মধ্যে এই ল্যান্ডফিলটি সরিয়ে ফেলবেন। এখানে দুর্নীতির খেলা খেলা হচ্ছে। অগ্নিকাণ্ডের কারণ অনুসন্ধান করা উচিত, কারণ স্বাভাবিক, এর নেপথ্যে রয়েছে দুর্নীতি। তদন্ত করে দেখিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। এএপি নেতা সঞ্জয় সিং বলেছেন, এমসিডি-র সমস্ত আধিকারিকরা এটা নিয়ে কাজ করছেন। ফায়ার সার্ভিসও কাজ করছে। শীঘ্রই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হবে। তিনি আরও বলেন, বিজেপি একটি দুর্নীতিগ্রস্ত দল এবং সমস্ত দুর্নীতিগ্রস্ত নেতাদের নিজেদের দলে অন্তর্ভুক্ত করেছে। তারা সংবিধান পরিবর্তন করতে চলেছে। দিল্লির মন্ত্রী ও এএপি নেত্রী অতিথী বলেছেন, দিল্লি দমকলের ইঞ্জিনগুলি সারা রাত ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল। আগুন নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। আমরা আশা করছি, কিছু সময়ের মধ্যে ধোঁয়াও দূর হয়ে যাবে। দিল্লির ডেপুটি মেয়র গতকাল সন্ধ্যায় ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। এদিকে, দিল্লি এমসিডি-র একওগপি সর্দার রাজা ইকবাল সিং বলেছেন, ধোঁয়ার কারণে মানুষ ভুগছে। আমাদের (বিজেপি) সময়ে এখানে ২৫টি মেশিন কাজ করতে, এখন অর্ধেকের বেশি কাজ করছে না। আবর্জনা বেড়েছে এবং তাঁরা অন্য কোনও উপায় খুঁজে পাচ্ছেন না।

প্রাণ প্রতিষ্ঠা থেকে এযাবৎ প্রায় ১.৫ কোটি ভক্ত রামলালার দর্শন করেছেন : চম্পত রাই

অযোধ্যা, ২২ এপ্রিল : গত ২২ জানুয়ারি উত্তর প্রদেশের অযোধ্যার বিশাল রামমন্দির প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়েছে রামলালার, তারপর থেকে এযাব প্রায় ১.৫ কোটি ভক্ত রামলালার দর্শন করেছেন। সোমবার এমনটাই জানিয়েছেন শ্রী রাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্রর সাধারণ সম্পাদক চম্পত রাই। তিনি বলেছেন, প্রতিদিন এক লক্ষেরও বেশি ভক্ত 'দর্শন' করতে আসছেন। ২২ জানুয়ারি 'প্রাণ প্রতিষ্ঠা' থেকে এযাব প্রায় ১.৫ কোটি ভক্ত রামলালার 'দর্শন' করেছেন। শ্রী রাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্রের সাধারণ সম্পাদক চম্পত রাই এদিন আরও বলেছেন, শুধুমাত্র মন্দিরের নিচতলার কাজ শেষ হয়েছে, যেখানে রামলালার 'প্রাণ প্রতিষ্ঠা' হয়েছিল, প্রথম তলার কাজ চলছে। মন্দিরের চারপাশে ১৪ ফুট প্রস্থের একটি নিরাপত্তা প্রাচীর নির্মাণ করা হবে। এই প্রাচীরটিকে মন্দিরের 'পরকোটা' বলা হয়। 'পরকোটা' হবে বহুমুখী যেখানে আরও ৬টি

মন্দির তৈরি করা হবে যা ভগবান শঙ্কর, ভগবান সূর্যের, একটি 'গর্তগুহ' এবং দুই বাহুতে ভগবান



হনুমান এবং মা অন্নপূর্ণার মন্দির তৈরি করা হবে। মহর্ষি বাম্ভীকির মন্দির, মহর্ষি বশিষ্ঠ, মহর্ষি বিশ্ণুমিত্র, মহর্ষি অগস্ত্যও মন্দির চত্বরে নির্মিত হবে। চম্পত রাই আরও বলেছেন, নিষাদ রাজ, মা শবরী, মা অহিল্যা ও জটায়ুর মন্দিরও তৈরি হবে। মন্দিরে

নিজেদের সমস্ত লাগেজ-সহ একসাথে ২৫ হাজার ভক্তের থাকার ব্যবস্থা থাকবে। এখানে

মার্কিন কংগ্রেসের গবেষণাদলের রিপোর্টের মতে ভারতের সংবিধানে প্রভাব ফেলতে পারে সিএএ

নয়াদিল্লি, ২২ এপ্রিল : নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ)-এর কিছু বিষয় ভারতের সংবিধান বিরোধী। এমনই দাবি করা হয়েছে মার্কিন কংগ্রেসের একটি নিরপেক্ষ গবেষণাদলের রিপোর্টে। মার্কিন কংগ্রেসের নিরপেক্ষ গবেষণা রিপোর্টের দাবি, সিএএ-র মূল বিষয় হচ্ছে, তিনটি দেশ থেকে উদ্ভাস্ত হয়ে আসা ৬টি ধর্মের মানুষকে নাগরিকত্ব প্রদানের দরজা খুলে দেওয়া। যার মধ্যে মুসলিমদের রাখা হয়নি। আর এতেই ভারতীয় সংবিধানের নির্দিষ্ট কিছু ধারা ভঙ্গ

করা হয়েছে।এই রিপোর্টে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলা হয়েছে, জাতীয় নাগরিক পঞ্জি বা এনআরসি-র সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সিএএ ভারতীয় মুসলিম জনসংখ্যার অধিকার বিপন্ন করতে পারে। রিপোর্টে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, এটা ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতার কাঠামোকে আঘাত করবে। যা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার বিধি ও আইনকে ভঙ্গ করবে। প্রসঙ্গত, এই গবেষণা রিপোর্ট মার্কিন কংগ্রেসের অঙ্গ হলেও এর সঙ্গে মার্কিন কংগ্রেসের দৃষ্টিভঙ্গির সরাসরি কোনও সম্পর্ক নেই। যদিও এর উপর ভিত্তি করে কংগ্রেস কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। প্রসঙ্গত, এর আগে সিএএ বিজ্ঞপ্তি

জারির পরেই বাইডেন প্রশাসন জানিয়েছিল তারা খুব কাছ থেকে এর উপর নজর রাখে। যদিও ভারত সরকার সব ধরনের সমালোচনা অগ্রাহ্য করে জানিয়ে দিয়েছে, সিএএ লাগু থাকবে। কোনও অবস্থাতেই তা প্রত্যাহার করা হবে না। উল্লেখ্য, ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইনকে সংশোধিত করে সিএএ তৈরি করা হয়। এই সংশোধনিত আইনে পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও আফগানিস্তান থেকে ২০১৪ সালের ডিসেম্বরের আগে পর্যন্ত যারা ভারতে এসেছেন, তাঁদের নাগরিকত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

বঙ্গে আসছেন অমিত শাহ, উত্তরবঙ্গে জোড়া সভা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর

দুরন্ত বার্তা, নয়াদিল্লি, কলকাতা, ২২ এপ্রিল : দার্জিলিং-এ সভা করতে পারেননি, সেই আক্ষেপ রয়েছে। এরইমধ্যে আবার পশ্চিমবঙ্গে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা প্রবীণ বিজেপি নেতা অমিত শাহ। বিজেপি সূত্রে খবর, মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গে জোড়া সভা করতে পারেন তিনি। রায়গঞ্জ এবং মালদা দক্ষিণে সভা করার কথা রয়েছে অমিত শাহের। রায়গঞ্জ লোকসভা আসনে ভোট রয়েছে দ্বিতীয় দফাতে। ২৬ এপ্রিল হবে ভোটগ্রহণ। এ বার এই কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী করেছে কার্তিক পালকে। তৃতীয় দফায় ভোট রয়েছে মালদা দক্ষিণে। এই আসনে বিজেপি প্রার্থী করেছে শ্রীরাণা মিত্র চৌধুরীকে। মঙ্গলবার কার্তিক এবং শ্রীরাণার সমর্থনে সভা করতে পারেন অমিত শাহ।



সিয়াচেন ভারতের বীরত্ব ও সাহসিকতার রাজধানী বললেন রাজনাথ সিং

সিয়াচেন, ২২ এপ্রিল : লাদাখের সিয়াচেনে বীর জওয়ানদের সঙ্গে সময় কাটানোে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। বীর জওয়ানদের সঙ্গে “ভারত মাতা কি জয়” প্রতিধ্বনি দেন রাজনাথ সিং। সোমবার সকালেই দিল্লি থেকে সিয়াচেনের উদ্দেশ্যে রওনা হন রাজনাথ সিং, সিয়াচেনে পৌঁছানোর পর প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং সিয়াচেন বেস ক্যাম্পে যুদ্ধের স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন এবং সাহসী বীরদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। সিয়াচেনে হিমবাহের কুমার পোস্টে মোতায়েন সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে বেসবিনিময় করেছেন রাজনাথ সিং। তাঁদের মিত্তিমুখ করেন তিনি। সিয়াচেনে বেস ক্যাম্পে সেনা জওয়ানদের উদ্দেশ্যে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেছেন, বিশ্বের সর্বোচ্চ যুদ্ধক্ষেত্র সিয়াচেনে হিমবাহে আপনারা যেভাবে দেশকে রক্ষা করেছেন, তার জন্য আমি আপনাদের অভিনন্দন জানাই। সিয়াচেনের ভূমি কোনও সাধারণ ভূমি নয়। এটি দেশের সার্বভৌমত্ব ও অগণবসায়ের প্রতীক। আমাদের জাতীয় সংকল্পের প্রতিনিধিত্ব করে সিয়াচেন। আমাদের জাতীয় রাজধানী দিল্লি, মুম্বই আমাদের অর্থনৈতিক রাজধানী, আমাদের প্রযুক্তিগত রাজধানী বেঙ্গালুরু, কিন্তু সিয়াচেনে বীরত্ব ও সাহসের রাজধানী।



উন্নয়ন ও ঐতিহ্যের মধ্যে চমৎকার সমন্বয় প্রধানমন্ত্রীর পরিচয়ঃ যোগী লখনউ, ২২ এপ্রিল : উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের মুখে ফের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রশংসা। সোমবার যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, উন্নয়ন ও ঐতিহ্যের মধ্যে চমৎকার সমন্বয় প্রধানমন্ত্রী মোদীর পরিচয়। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেছেন, ভারত বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র। দেশে প্রথমবারের মতো দেখা যাচ্ছে, আমরা জনগণের সেবার জন্য গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ নিয়ে বেঁচে আছি এবং উন্নয়নমূলক কাজ করা হয়েছে। উন্নয়ন ও ঐতিহ্যের মধ্যে চমকার সমন্বয় প্রধানমন্ত্রী মোদীর পরিচয়। যোগী আদিত্যনাথ আরও বলেছেন, আমরা যখন জনগণের সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা করি, তখন মানুষের প্রতিক্রিয়া থাকে চমৎকার। এখন ৫০০টিরও বেশি বিমানবন্দর রয়েছে, এখন দেশে ২২টি এইমস আছে। ১৫০ বছরের অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে রামলালা এখন অযোধ্যায় ‘বিরাজমান’। জনগণ এই বিষয়গুলিকে সমর্থন করছে এবং আমি বিশ্বাস করি এই সমর্থন নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে সরকার গঠনের জন্য আশীর্বাদে রূপান্তরিত হবে।

উন্নয়ন ও ঐতিহ্যের মধ্যে চমৎকার সমন্বয় প্রধানমন্ত্রীর পরিচয়ঃ যোগী

লখনউ, ২২ এপ্রিল : উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের মুখে ফের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রশংসা। সোমবার যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, উন্নয়ন ও ঐতিহ্যের মধ্যে চমৎকার সমন্বয় প্রধানমন্ত্রী মোদীর পরিচয়। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেছেন, ভারত বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র। দেশে প্রথমবারের মতো দেখা যাচ্ছে, আমরা জনগণের সেবার জন্য গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ নিয়ে বেঁচে আছি এবং উন্নয়নমূলক কাজ করা হয়েছে। উন্নয়ন ও ঐতিহ্যের মধ্যে চমকার সমন্বয় প্রধানমন্ত্রী মোদীর পরিচয়। যোগী আদিত্যনাথ আরও বলেছেন, আমরা যখন জনগণের সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা করি, তখন মানুষের প্রতিক্রিয়া থাকে চমৎকার। এখন ৫০০টিরও বেশি বিমানবন্দর রয়েছে, এখন দেশে ২২টি এইমস আছে। ১৫০ বছরের অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে রামলালা এখন অযোধ্যায় ‘বিরাজমান’। জনগণ এই বিষয়গুলিকে সমর্থন করছে এবং আমি বিশ্বাস করি এই সমর্থন নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে সরকার গঠনের জন্য আশীর্বাদে রূপান্তরিত হবে।

পেট্রোল-ডিজেলের দাম স্থিতিশীল, অপরিশোধিত তেল ব্যারেল ৮-৭ ডলার

নয়াদিল্লি, ২২ এপ্রিল : আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম কুমার প্রবণতা রয়েছে। ব্রেট ব্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি ৮-৭ ডলার এবং ডব্লিউটিআই ব্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি ৮-৬ ডলারে নেমে এসেছে। সোমবার পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি। ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, দিল্লিতে পেট্রোলের দাম ৯৪.৭২ টাকা, ডিজেল ৮-৭.৬২ টাকা, মুম্বাইতে পেট্রোল ১০৪.২৪ টাকা, ডিজেল ৯২.১৫ টাকা, কলকাতায় ১০৬.৯৪ টাকা, ডিজেল ৯০.৭৬ টাকা, চেন্নাইতে পেট্রোল ১০০.৭৫ টাকা, ডিজেল ৯২.৩৪ প্রতি লিটারে পাওয়া যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক বাজারে, এই সপ্তাহের প্রথম দিনে, ব্র্যাডেড ব্রুড ০.৬৪ ডলার বা ০.৭৭ শতাংশ হ্রাসের সাথে ব্যারেল প্রতি ৮-৬.৬২ ডলারে যোরাফেরা করছে। ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) ব্রুডের দামও ০.৬৬ ডলার বা ০.৭২ শতাংশ কমছে এবং ব্যারেল প্রতি ৮-২.৪৮ ডলারে স্থিতিশীল রয়েছে।

হাটশিঙিমারির বড়বিলায় জলে পড়ে মৃত্যু ১ বছর বয়সি শিশুর

দক্ষিণ শালমারা (অসম), ২২ এপ্রিল : দক্ষিণ শালমার-মানকাচর জেলার অন্তর্গত হাটশিঙিমারির বড়বিলা গ্রামে জলে পড়ে মৃত্যু হয়েছে এক বছর বয়সি শিশুর। নিহত শিশুকে গ্রামের বাসিন্দা জনৈক মাসিদুল ইছলামের ছেলে আর্শাদ আলি বলে শনাক্ত করা হয়েছে। আজ সোমবার পুলিশের কাছে প্রাপ্ত খবরে জানা যায়, ঘটনা সংঘটিত হয়েছে রবিবার সন্ধ্যায়। বাড়ির উঠানের পাশে রয়েছে একটি পুকুর। অভিভাবকদের চোখের আড়ালে হানাদটি দিতে দিতে শিশুটি পুকুরের পাশে চলে যায়। তখন সে পড়ে যায় পুকুরে। ঘটনাটি দেখে শিশুটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় হাটশিঙিমাটি জেলা হাসপাতালে। কিন্তু হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক শিশুটিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে কালাপানি থানা থেকে পুলিশের দল এবং একজন প্রশাসনিক ম্যাজিস্ট্রেট সংশ্লিষ্ট বাড়িতে গিয়ে মৃত আর্শাদ আলির মৃতদেহ উদ্ধার করে আজ সোমবার সকালে তার দেহের ময়না তদন্ত করতে ধুবড়িতে পাঠিয়েছেন।

২৮ সপ্তাহ পেরোলেও নাবালিকা অন্তঃসত্ত্বাকে গর্ভপাতের অনুমতি সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ২২ এপ্রিল : গর্ভাবস্থার ২৮ সপ্তাহ পেরিয়ে গিয়েছে। তারপরেও গর্ভপাতের অনুমতি দিল সুপ্রিম কোর্ট। জানা গিয়েছে, মাত্র ১৪ বছর বয়সে গর্ভবতী হয়ে পড়ে এক নাবালিকা। কিন্তু বুকি থাকা সত্ত্বেও গর্ভপাতে সায় দিল শীর্ষ আদালত। যদিও বয়ে হাইকোর্ট এই গর্ভপাতে সায় দেয়নি। বয়ে হাইকোর্টে আবেদন খারিজ হওয়ার পরই সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন অন্তঃসত্ত্বা নাবালিকার মা। সুপ্রিম কোর্ট সোমবার ১৪ বছর বয়সী নাবালিকার গর্ভাবস্থার ২৮ সপ্তাহ পরেও গর্ভপাতের অনুমতি দিল। মেডিক্যাল বোর্ডের নতুন পরীক্ষায় মনে করা হয়েছে যে, গর্ভাবস্থাকে নাবালিকার পূর্ণ মেয়েদে গুলিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়ার পরিবর্তে গর্ভপাতে সায় দিলে নাবালিকার জীবনের বুকি কম হবে। মেডিকেল বোর্ড বলেছে যে, গর্ভাবস্থা চালিয়ে বরং যাওয়া ১৪ বছর বয়সী নাবালিকার সুস্থতার উপর প্রভাব ফেলতে পারে। ভারতীয় আইন অনুযায়ী, ২৪ সপ্তাহ পেরিয়ে গেলে আর গর্ভপাত কঠিনো যায় না। সেই আইন মোতাবেক সাত মাসের অন্তঃসত্ত্বা কিশোরীর গর্ভপাতেরে আর্জি খারিজ করে দিয়েছিল বয়ে হাইকোর্ট। তাদের যুক্তি ছিল, সাত মাসের অন্তঃসত্ত্বার গর্ভপাতে জীবিত শিশুর জন্ম হবে।

দুরন্ত বার্তা

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা
৯ বৈশাখ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, সোমবার, ইংরেজী ২২ এপ্রিল ২০২৪, ৫৩৮ চৈতন্যাব্দ, কলি ৫১২৫, সৌর ১০ বৈশাখ, চান্দ্র ১৪ মধুসূদন মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাহু, ২৫৬৭ বুদ্বাদ্াং, বাংলাদেশ ৯ বৈশাখ ১৪৩১, ভারতীয় সিভিল ২ বৈশাখ ১৯৪৬, নৈতে ১৪ শজিবু, আসাম ৯ বহাগ, মুসলিম ১৩-শাওয়াল-১৪৪৫ হিজরী। সূর্য উদয় সকাল ০৫১২০৯ এবং অস্ত বিকাল ০৫৫৭২৯। চন্দ্র উদয় বিকাল ০৪৪১৩৭(২২) এবং অস্ত শেষ রাত্রি ০৪৪৫০৫(২২)। শুক্রপক্ষ । তিথি চতুর্দশী (বিক্রা) সকাল ঘ ০২৪৫৫৬ দং ৫৩৫৬১০ পর্যন্ত নক্ষত্র হস্তা রাত্রি ০৭৪০০৪ দং ৬৬৯৩৫ পর্যন্ত পরে চিত্রা করণ গর দুপুর ঘ ০২৪৮৪২ দং ২১৩১১০ পর্যন্ত পরে বণিজ সকাল ঘ ০২৪৫৫৬ দং ৫৩৫৬১০ পর্যন্ত পরে বিষ্ঠি যোগ হুগ্গ অমৃতযোগ দিন ০৫২১২৪ থেকে - ০৬৫৪২৭ পর্যন্ত, তারপর ১০১৮২২ থেকে - ১২৫১২৭ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৬৪২৩৩ থেকে - ০৮৫৭২৯ পর্যন্ত, তারপর ১১১২২৫ থেকে - ০২১২২০ পর্যন্তমহেষ্ট্রযোগ দিন ০৩২৪৩১ থেকে - ০৫৫৬৩৩ পর্যন্ত। কুলিকবেলা দিন ০২৩৩২৯ থেকে - ০৩২৪৩১ পর্যন্ত। কুলিকরাত্রি ০১২৭২১ থেকে - ০২১২২০ পর্যন্ত। বারবেলা দিন ০২৪৬১৫ থেকে - ০৪২১৫৫ পর্যন্ত।কালবেলা দিন ০৬৪৭৫৪ থেকে - ০৮২৩৩৪ পর্যন্ত। কালরাত্রি ১০১০৩৫ থেকে - ১১৩৪৫৫ পর্যন্ত। গ্রহযুগ্মট (সূর্য উদয় কালীন) রবি ০৮৫৪৪৭ (১) ৬ পদ, চন্দ্র ৫২৬৬৫৫ (১৪) ২ পদ, মঙ্গল ১০২৬৫৩৪১ (২৫) ৬ পদ, বুধ ১১১৮৬৩৬২ (২৭) ১ পদ, বৃহস্পতি ০৬৮১৫২৫ (৩) ১ পদ, শুক্র ১১২৭৪৬৮৮ (২৭) ৪ পদ, শনি ১০১৮৫৯১০ (২৪) ৪ পদ, রাহু ১১২২৫৯২৭ (২৭) ২ পদ, কেতু ৫২২৫৯২৭ (১৩) ৪ পদ বুধ বক্রি। লগ্ন মেঘ রাশি সকাল ০৬২৪৪৮ পর্যন্ত। বুধ রাশি সকাল ০৮২৩১০ পর্যন্ত। মিথুন রাশি সকাল ১০৩৬২৯ পর্যন্ত। কর্কট রাশি সকাল ১২৫২১১ পর্যন্ত। সিংহ রাশি দুপুর ০৩৩৬২৬ পর্যন্ত। কন্যা রাশি বিকাল ০৫১৩৪৩ পর্যন্ত। তুলা রাশি বিকাল ০৭২৭৫৩ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি রাত্র ০৯৪৩৩৮ পর্যন্ত। ধনু রাশি রাত্র ১১৪৮৫৭ পর্যন্ত। মকর রাশি শেষ রাত্রি ০১৩৫৫১ পর্যন্ত। কুর্ম রাশি শেষ রাত্রি ০৩০৯১৫ পর্যন্ত।
রাশিফল
মেঘ -গুরুজনের শরীর নিয়ে একটি চিন্তিত হতে হবে আপনাকে। চাকুরিজীবীদের আয়ের বাড়তি উপ থাকবে। সপ্তিস্ত সম্ভব বৃদ্ধি হবে। বৃষ -আজ শুক্রটা খুব শুভ হতে চলেছে। এই সময়ে, আপনার পরিকল্পিত কাজ সময়মতো হয়ে যাবে। মিথুন -সাক্ষ্যের সময় শুরু হবে। পরিকল্পিত কাজ শেষ করার জন্য আপনাদের অলসতা দূর করতে হবে। কর্কট - শুক্রতে কাউকে এমন কোনোও প্রতিশ্রুতি দেবেন না। যা ভবিষ্যতে পূরণ করতে সমস্যায় পড়তে হবে। সিংহ -কোনোও প্রভাবশালী ব্যক্তির সহায়তায় দীর্ঘদিন ধরে অমীমাংসিত কাজ সম্পন্ন হবে। যার কারণে আপনার মন খুব খুশি হবে। জমি ও বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের ইচ্ছা পূরণ হতে পারে। কন্যা -সতর্ক থাকতে হবে। অন্যথায় আপনাকে অপ্রয়োজনীয় সমস্যার সম্মুখীন হতে হতে পারে। সপ্তাহের শুরুতে আপনার কর্মক্ষেত্রে কারোর সঙ্গে তর্ক করা এড়িয়ে চলতে হবে। তুলা -কিছু সমস্যা নিয়ে শুরু হতে পারে, কিন্তু শেষোক্তে তারা কাঙ্খিত সুখবরে ভালো ফল পাবেন। এমন পরিস্থিতিতে, কোনোও অবস্থাতেই আপনার ঘেঁষ ও বিচ্ছিন্নতা হারাবেন না। বৃশ্চিক - অন্যথায় এই তিনটিই আপনার মাথাব্যথার কারণ হতে পারে। সপ্তাহের শুরুতে, আপনাকে বাড়ির মেরামত বা বিলাসবহুল জিনিসগুলিতে পকেট থেকে আরও বেশি অর্থ ব্যয় করতে হবে পারে। ধনু -আপনি পেশা এবং ব্যবসা সম্পর্কিত কিছু ভালো খবর শুনতে পারেন। যারা চাকরি খুঁজছেন তারা কাঙ্ক্ষিত সুযোগ পাবেন। মকর -শুভানুধ্যায়ীদের সাহায্যে পরিকল্পিত কাজ সময়মতো শেষ হবে। কর্মক্ষেত্রে সিনিয়র ও জুনিয়র উভয়ই আপনার প্রতি সদয় হবেন। কুম্ভ -শুক্রটা কিছু সমস্যা দিয়েই কটিবে। এই সপ্তাহে আপনাকে পারিবারিক-সম্পর্কিত সমস্যার সমাধান খুঁজতে একটি বেশি দৌড়াতে হতে পারে। মীন -কোনোও কাজে তড়াহুড়ো করা এড়িয়ে চলুন এবং কোনও কাগজে সঠিকভাবে না পড়ে এবং না বুঝেই কিরবেন না।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিশ্ব দুরন্ত বাৰ্তা

২৯ বৰ্ষ, দৈনিক ১৪৩ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ১০ বৈশাখ, ১৪৩১

পাকিস্তানকে ক্ষমা চাইতে হবে

পাকিস্তানকে ক্ষমা চাইতে হবে বলে বাংলাদেশের বিশেষ মন্ত্রী মহম্মদ হাছান মাহমুদ। এদিন তিনি বাংলাদেশে নিযুক্ত পাকিস্তান হাই কমিশনারের সঙ্গে দেখা করেন। তবে এটা ছিল সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকার সৌজন্যমূলক হলেও একাত্তরের গণহত্যার প্রসঙ্গ উঠে এসেছিল। এরপরেই বাংলাদেশের বিশেষ মন্ত্রী হাছানের হাতে তুলে দেওয়া হল রীতা চৌধুরী বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধ নিয়ে লিখিত বই ‘নেভারল্যাণ্ড জিরো আওয়ার’। বিশেষ মন্ত্রী বলেছেন তিনি ব্যক্তিগত ক্ষতের কথা তুলে ধরে পাক সরকারের কাছে ক্ষমা প্রার্থনার বিষয়টি উত্থাপন করেছিলেন। বাংলাদেশের সরকারের দাবি ছিল যে পাকিস্তান যে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে গণহত্যা করেছিল তার জন্য প্রকাশ্যে নিঃশর্ত ক্ষমা চাইতে হবে। পাকিস্তান সরকার বাংলাদেশের এই কথার কোনও স্পষ্ট জবাব দেয়নি। বরং তারা নিরব থেকেছে। বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধ চলাকালীন যে ধরনের অত্যাচার করতে শুরু করে দিয়েছিল পাক সেনারা নিরস্ত বাংলাদেশের নাগরিকদের ওপরে তা একেখায় বলা যেতে পারে অমানুষিক অত্যাচার। সেই সব ভিডিও চিত্র বহুবার প্রকাশ করা হয়েছে। রাস্তাপুল্লের কাছে জনা দেওয়া হয়েছে ভবুও পাকিস্তান এ ব্যাপারে চুপ করে বসে রয়েছে। তারা মনে করতে শুরু করেছে যে এর পিছনে ভারতের উদ্দান রয়েছে। এদিকে লেখিকা রীতা চৌধুরী যে বইটি প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধের ওপরে সেটির অনুবাদ প্রকাশ করলেন বিশেষ মন্ত্রী মহম্মদ হাছান মাহমুদ। বিশেষ মন্ত্রী হাছান বলেছেন যে

সম্পাদকীয় বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধের ইতিহাস এখন সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করা যায়নি। এখনও বহু তথ্য অজানা রয়েছে। বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধ চলার সময়ে সেব ঘটনা ঘটেছে তা সাধারণ মানুষের গোচরে ছিল না। বাংলাদেশের মুক্তি যোদ্ধারা গেরিলা আক্রমণ করে পাক সেনাদের সঙ্গে লড়াই করতে শুরু করেছিল। তাদেরকে রুখতে পাক সেনারা নিষিদ্ধ অস্ত্র ব্যবহার করতে শুরু করে। অসমের হাফলংয়ের গেরিলা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দেওয়াটা প্রকাশ করা হয়নি। বহু কারণে তা প্রকাশ করা সম্ভব হচ্ছিল না। তবে এবারে লেখিকা রীতা চৌধুরী তা প্রকাশ করেছেন। তবে তিনি তার পিতার কাছ থেকে কানে যেসব কথা শুনেছে তার ওপরে ভিত্তি করেই লিখেছেন গ্রন্থটি। এই গ্রন্থটি বাংলাদেশের নতুন প্রজন্মকে বহু তথ্য দিয়ে সাহায্য করবে। এটি মুক্তি যুদ্ধের গুরুত্বপূ্ণ দলিল বলা যেতে পারে। এদিকে বিএনপি দাবি করতে শুরু করে দিয়েছে যে ভারতের সাহায্য নিয়েই বাংলাদেশের আওয়ামী লিগ দলটি সরকার প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে। ভারত যদি সহযোগিতা না করতো তাহলে বাংলাদেশের বর্তমান সরকারের কোনও অস্তিত্ব থাকতো না। এই অভিযোগের ওপরে ভিত্তি করে তারা বিভিন্ন দূতাবাসের সঙ্গে বৈঠক করতে শুরু করেছে। এদিকে বিশেষ মন্ত্রী হাছান বলেছেন যে বিএনপি রাজনৈতিক দূর্বলতা ঢাকতে বিভিন্ন দূতাবাসের দরজায় ঘুরতে শুরু করেছে। এদিকে বিশেষ মন্ত্রী বলেছেন যে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে মায়ানমারের সেনারা প্রবেশ করতে শুরু করেছে। ভারত বাংলাদেশের সেনারা এখন বৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করে মায়ানমার সেনাদের সঙ্গে সীমান্ত এলাকার ওপরে নজরদারির ব্যবস্থা করছে। মায়ানমারের সেনা শাসকদের ওপরে কড়া নজর রাখতে শুরু করেছে বাংলাদেশের আওয়ামী লিগ সরকার। মায়ানমারের একটি জাহাজকে বাংলাদেশে আসার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। সেই দেশে আটকে পড়া ১৫০ জন বাংলাদেশিকে ফিরিয়ে নিয়ে আসা হচ্ছে। এদিকে বাংলাদেশ সরকার থেকে বলে দেওয়া হচ্ছে যে ভারত সব সময়ে বাংলাদেশের পাশে রয়েছে। বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধের সময়ে ভারত যেমন পাশে ছিল আজও ঠিক সেই রকমভাবে ভারত সরকার বাংলাদেশের পাশে রয়েছে। তবে পাকিস্তানকে আজকে না বৈক ভবিষ্যতে বাংলাদেশের গণহত্যার জন্য নিঃশর্ত ক্ষমা চাইতে হবে। এটাই স্বাধীন বাংলাদেশের দাবি।

ভারত-জাপান অটুট মৈত্রী

জাপানের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, জাপান ভারত মৈত্রী অটুট থাকবে। শিনজো আবো ভারত সম্পর্কে যেসব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন তাকে বাস্তবে পূরণ করা দেওয়া হবে। তার ফলে চিন বেশ খানিকটা ক্ষু্ণ। চিন চাইছে এশিয়াতে তাদের অধিপত্য বিস্তার করতে। কিন্তু কোয়ড বাধা দিতে শুরু করে দিয়েছে। সেই কারণে চিন এখন বিকস গোটী করার চেষ্টা করছে। বিকস গোটীতে রাশিয়া থেকে শুরু করে ইরাককে রাখা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে চিন। কিন্তু ভারত তাতে থাকতে রাজি হচ্ছে না। চিনকে পরিস্কার করে বলে দিচ্ছে সীমান্ত সমস্যার সমাধান আগে করতে হবে। তারপরে চিনের সঙ্গে কথা বলবে ভারত। চিন কিন্তু সীমান্ত সমস্যার সমাধান করতে একেবারে চাইছে না। উল্টে পাকিস্তানের সঙ্গে চিন সরকার বন্ধুত্ব বজায় রাখতে শুরু করে দিয়েছে। কাম্বীরে আর্থিক করিডর তৈরি করতে ভারত প্রতিবাদ

সম্পাদকীয় করেছিল। চিন সেই কথায় কোনও রকম কর্পপাত না করে আর্থিক করিডর তৈরি করেছে এবং সেখানে চিনা সেনা মোতায়েন করেছে। চিনের সেনার গাড়ি সেখানে রাখা হয়েছে নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য। ভারত সরকার থেকে চিন সরকারকে বলে দেওয়া হয়েছিল আর্থিক করিডর অঞ্চলটি ভারতের অংশ। পাকিস্তান ইচ্ছাকৃতভাবে কাম্বীর লম্বল করে রেখে দিয়েছে। পাক কাম্বীর ভারতকে ফেরত দিতে হবে। নাহলে কিন্তু ভারতকে এ ব্যাপারে আগামী দিনে ভাবতে হবে। কীভাবে পাক অধিকৃত কাম্বীর পাকিস্তানের কাছ থেকে ফেরত নেওয়া যায় তা নিয়ে বহু বার সেনা কর্তাদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে। সেনা কর্তারা বলতে শুরু করে দিয়েছে বাববার পাকিস্তানের কাছে আবেদন রাখতে হবে পাক অধিকৃত কাম্বীর ফেরত দেওয়ার জন্য। প্রয়োজন হলে চিন, রাশিয়া এবং আমেরিকার সঙ্গে কথা বলতে হবে। এমনকী পাকিস্তানের বর্তমান সরকারের সঙ্গে ভারত সরকার কথা বলতে পারে। এদিকে নয়। পাকিস্তান সরকারের বিশেষ মন্ত্রী বিলাল ভুট্টো বলেতে শুরু করে দিয়েছেন কাম্বীর সমস্যার সমাধান করতে ভারত পাকিস্তানের বৈঠকের প্রয়োজন রয়েছে। আগামী দিনে ভারত পাকিস্তানের সঙ্গে পাক অধিকৃত কাম্বীর ফেরত দেওয়া নিয়ে কথা বলতে পারে। তাছাড়া আর কোনও বিষয় নিয়ে কাম্বীরের ব্যাপারে কথা বলতে ভারত ইচ্ছুক একেবারে নয়। সেটা পরিস্কার করে দিয়েছে বিশেষ মন্ত্রক। বিশেষ মন্ত্রকের মুখপাত্র বলেছেন, পাকিস্তানের সঙ্গে বহু আলোচনা হয়েছে। কিন্তু পাকিস্তান কাম্বীর ভারতকে ফেরত দেওয়ার ব্যাপারে একটি কথাও উচ্চারণ করেনি। এবারে ভারত দাবি করতে শুরু করে দিয়েছে যে আগামী দিনে কাম্বীর ভারতকে ফেরত দিতে হবে না। নাহলে অন্য কথা ভাববে ভারত সেটা স্পষ্ট হয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছে। পাকিস্তান্নন এখন ভারতকে ভয় পেতে শুরু করে দিয়েছে। যদি ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ হয় তাহলে পাকিস্তানের অর্থনীতিতে একেবারে ধস নামতে শুরু করবে। সেই কারণে পাকিস্তান এখন বহু এড়িয়ে চলার চেষ্টা করছে। রুশ ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার ফলে ভারতের ওপরে সবচেয়ে বেশি চাপ আসতে শুরু করেছে।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী



শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর বলতেন, এই শক্তি হচ্ছে সর্বজন্মী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। কোনও সময়ে দেশমাতার বিরূপ কাজ করবে না। যদি দেশ মাতার বিরূপ কাজ করে তাহলে কিন্তু তুমি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তোমাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। একেবারে

নিখোঁজ হয়ে যাবে। নিজের সাধমতো দেশ সেবা করো। দেশের মানুষদের ভালোবাসা ও সেবা দেওয়ার চেষ্টা করো। কোনও সময়ে অহং বোধ প্রকাশ করবে না। সব জানি হবে জ্ঞান প্রকাশ করবে না। সবার মধ্যে কিছু দেওয়ার শক্তি থাকে। সেই শক্তিকে গ্রহণ করতে হবে।

কালী সাধক বামাস্ক্যাপা



তন্ত্র সাধক বামাস্ক্যাপা মনে করেন, মা কালীর ভালোবাসা জীবনকে মজ্জ করে থাকে। মর্যাদ করে থাকে। স্ত্রীজাতি কাউকে ঘৃনা করতে শেখায় না। নারী জাতির কাছে স্নেহ, ভালোবাসা এবং প্রীতি হচ্ছে অলঙ্কার। এই অলঙ্কার আছে বলে স্ত্রীজাতি সবার উপরে স্থান গ্রহণ করে থাকেন। আসলে নারীকে ঈশ্বর যে শক্তি দিয়ে নির্মাণ করেছেন সেই শক্তি সবার মধ্যে নেই। নারী শক্তি দিয়ে বিশ্বে জয় করতে সক্ষম। তাঁকে দিনে একবার প্রণাম করা উচিত। মা কালীকে প্রণাম করলে দিনের কাজ শুরু হয় সকাল বেলা থেকে। সেই কারণে মা কালীর আর্শাবাদ নিয়ে কাজ শুরু করতে হয়। সাধক বামাস্ক্যাপা মায়ের আর্শাবাদ গ্রহণ করে কাজ শুরু করতেন।

আমাদের দেশের অর্থনীতির অবস্থা এখন কেমন?

বিশেষ প্রতিনিধি

আমাদের দেশের অর্থনীতির হাল এখন কেমন, তা একটু বোঝার জন্য এই লেখাটা বানানো। আমরা মাঝে মাঝেই খবরের কাগজে পড়ি ভারত অর্থনীতি মাপে একদিন ৬ নম্বর দেশ হয়ে যাবে। এই দাবিটার মাঝে কয়েকটা ফাঁক ফোকর আছে, সেটা বোঝা দরকার। এর একটা মানে হতে পারে অর্থনীতিতে সামনের সারির দেশগুলো এগোচ্ছে বা একজায়গায় রয়ে গেছে, আর আমরা তাদের থেকে বেশি এগিয়ে যাছি। আসলে তা নয়। আমরা এগোছি না। আমাদের আগে থাকা দেশগুলোয় সংকট চলছে। তারা মাপে পিছিয়ে যাচ্ছে, নেমে যাচ্ছে। আমরা যেখানে থাকার দেখানোই আছি, ওরা পিছিয়ে যাচ্ছে বলে আমরা এগিয়ে যাছি। আমরা আমাদের আগের মাপের তুলনায় এগিয়ে যাছি না। এ হল অংকের মারপ্যাঁচ। অন্যরা পিছিয়ে যাচ্ছে, আমি একই জায়গায় দাঁড়িয়ে, আর তাই বলা হচ্ছে আমি এগিয়ে যাছি। আমি আমরাটা বাড়িয়ে বলছি। আর একটা মাপের কথা বলা হচ্ছে। আমাদের দেশে গরিবের সংখ্যা কমছে, কমবে। বেশ তাই যদি হবে তাহলে দেশের একটা বড় মাপের মানুষজনকে বিনা দামে খাবার, চাল, ডাল এমন সব দিতে হচ্ছে কেন? তারা নিজেদের আয়ে খাবার কিনতে পারছে না বলেই তো সরকারকে দিতে হচ্ছে। এই ধারণে অর্থনীতিকে বলে ‘ডোল অর্থনীতি’ বা ‘ভিক্ষে অর্থনীতি’। কেন বিনা দামে দিতে হচ্ছে? কারণ তারা কিনতে পারছে না বলে। কেন তারা কিনতে পারছে না? তারা কেন তারা আয় করতে পারছে না? আয় করার মত অর্থনীতির অবস্থা নেই। সেই আর্থিক অবস্থা তৈরি করা যায়নি বলে। আয় করার মতন অবস্থা বানানো দরকার। শুরু করা দরকার কৃষি থেকে। কারণ আমাদের দেশের বেশির ভাগ মানুষের আয় কৃষি থেকে। সে গ্রামে চাষেই থাকুক, কী চাষের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা কাজেই থাকুক। সরকার চাষিদের জন্য কোনও নীতি বায়য়নি। আমাদের দেশে কোনও ‘কৃষিনীতি’ নেই। এখানেই বেশির ভাগ মানুষের থাকা, কাজ করা, আর এখানকার জন্য কোনও সরকারি নীতি নেই। এর ফলে আর একটা কাজ হয়ে চলেছে। কৃষি ছেড়ে, চাষ ছেড়ে লোকজন চলে যাচ্ছে। যাদের এখন দেওয়া নাম ‘পরিয়াদী শ্রমিক’। ‘পরিয়াদী শ্রমিক’ বা যে কাজ করে, তা আজ আছে, কাল নেই, আজ এতোটা আছে, কাল অতোটা নেই, এ মাসে এবারে এতোটা টাকা রোজগার হল, ও বারেও মাসে অতোটা টাকা হবে, তার কোনও ঠিক নেই। আজ এখানে আছে, কাল বাড়ি ফিরে যাও। গ্রামকে,



গ্রামের মানুষজনের ক্ষতি। উল্টোদিকে হাইওয়েতেই সরকারের বিরাট টাকা খরচ করা। তা বড়লোকদের জন্যই আর সাধারণ মানুষকে আটকানোর জন্য। আর একভাবে দেখা দরকার বিষয়টাকে। স্বাধীনতা পাওয়ার পর থেকে কৃষিতে সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগ, লগ্নি কর্মেই চলেছে। কারণ ধরে নেওয়া হচ্ছে, আমাদের মনে ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে গ্রাম, কৃষি এসব মানেই অ-উন্নয়ন, না-উন্নয়ন। আর এই ‘না-উন্নয়ন’-এর ভাবনাতেই আমরা ফঁসে গেছি। গ্রাম, আজ এতোটা আছে, কাল অতোটা নেই, এ মাসে এবারে এতোটা টাকা রোজগার হল, ও বারেও মাসে অতোটা টাকা হবে, তার কোনও ঠিক নেই। আজ এখানে আছে, কাল বাড়ি ফিরে যাও। গ্রামকে,

বড় চাষি, বড় ব্যবসাদার আছে। তাদের টাকা গ্রামে খরচ হয় না। হয় শহরে। ফলে গ্রামের সাধারণ মানুষজনের দু’বেলা চিক্কা খাবার জোটে না। খাবার জোটে না বলে শরীরের দরকারি পুষ্টি নেই, পুষ্টি নেই বলে অসুখ বিসুখ, অসুখ বিসুখ হলে ওষুধ কেনার, ওষুধ পাবার উপায় নেই। যতটুকু কাজ করা তাও কমে যাওয়া, আরও গরিব হয়ে যাওয়া। এখানেই সরকারি জোড়াতালি। গ্রামবাসীরা নিজেরা খাবার জোগাড় করতে



পারছে না, ঠিক আছে, বিনা পয়সায় খাবার দাও। ভিখারি বানিয়ে দাও। গ্রামে স্বাভাবিক ভাবে কাজ তৈরি করা যাচ্ছে না, ঠিক আছে, ১০০ দিনের কাজের ভিক্ষে দাও খাবার-ভিখারি, কাজ-ভিখারি বানাও। কাজ নিয়ে আর একটা দিক আছে। জরুরি দিক। ভারতে ‘কাজ না-পাওয়ার’ পাশে রয়েছে দরকারের তুলনায় ‘কম কাজ পাওয়া’, কম মজুরিতে কাজ পাওয়া, আজ কাজ আছে, আমরা তার বইরেটা দেখে লেখাপড়া ঠিকঠাক হয় না। লেখাপড়া ঠিকঠাক হয়না বলে ঠিকঠাক কাজ পায় না। এইভাবে স্বাস্থ্য শিক্ষা চাকরি এক চলমান সম্পর্কে জড়িয়ে আছে। দারিদ্রের সম্পর্কে জড়িয়ে আছে। ফলে ‘দারিদ্রের মাপ’ শুধুই ‘আয়’ নয়। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কাজ, খাবার, আয় সব মিলিয়েই দারিদ্রের মাপ। আর দারিদ্রের একটা মাপ হয় না। নানা মাপ হয়। ‘হত দরিদ্র মানুষ’, ‘সরকারের কসে দেওয়া দারিদ্রসীমার নাচে থাকা মানুষজন’,

ইরান-ইসরায়েল টানাপড়েন এবং লাভ-ক্ষতি বিশ্লেষণ

বিশেষ প্রতিনিধি

সাম্প্রতিক সময়ে আন্তর্জাতিক চাপ উপেক্ষা করে গাজায় হামলা চালিয়ে যাওয়া এবং রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে সর্বসম্মত যুক্তবিরতি প্রস্তাব পাস হওয়ার পরও ইসরায়েলের পক্ষ থেকে গাজায় অনবরত হামলা চালিয়ে যাওয়া নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ইসরায়েলের সম্পর্ক ভালো যাচ্ছিল না। এরই মধ্যে গত ১ এপ্রিল সিরিয়ার দামেস্কের ইরানের কনসুলেট ভবনে ইসরায়েলের হামলায় ইরানের রেভলুশনারি গার্ড কোরের দুই শীর্ষ সামরিক কর্মকর্তাসহ ১৬ জন নিহত হওয়ার জেরে ইরানের পক্ষ থেকে ইসরায়েলের ভূখণ্ডে পাণ্টা ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা পরিচালনার পর পরিস্থিতি সম্পূর্ণ যেন ভিন্নরূপ ধারণ করল! এই হামলা এককভাবে মোকাবিলায় সক্ষমতা ইসরায়েলের ছিল না-এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। মধ্যপ্রাচ্যে মোতায়েনকৃত যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্যের ঘাঁটিগুলো থেকে এবং মধ্যপ্রাচ্যের দেশ জর্দানের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ইরানের প্রায় প্রতিটি নিশানা ইসরায়েলের লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করার আগেই নিষ্ক্রিয় করা হয়। তার পরও ইসরায়েলের দক্ষিণাঞ্চলীয় কয়েকটি সামরিক স্থাপনা কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। ইরানের তরফ থেকে এই হামলা ইসরায়েলের সাধারণ নাগরিকদের জন্য ব্যাপক ভীতিকর একটি পরিস্থিতি সৃষ্টি করলেও এর মধ্য দিয়ে প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহ সরকারের জন্য সবচেয়ে বড় যে বার্তাটি এসেছে তা হলো ইসরায়েলের নিরাপত্তা রক্ষায় তার পশ্চিমা মিত্ররা সর্বদা প্রস্তুত রয়েছে, যা এই হামলার পর পুনর্যাক্ত করা হয়েছে। আর এর জেরেই ইসরায়েল অনেকটা মারমুখী অবস্থায় রয়েছে। ইরান-ইসরায়েল টানাপড়েন এবং লাভ-ক্ষতি বিশ্লেষণ এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ইরানের হামলার মধ্য দিয়ে ইসরায়েলের লক্ষ্যবস্তুতে কাক্ষিক্ত ক্ষতিসাধন করতে না পারার ফলে ইরানের জন্য কী প্রাপ্তি ঘটল? ইরানের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই হামলার মধ্য দিয়ে তারা দামেস্ক কনসুলেট ভবনে ইসরায়েলের হামলার প্রতিবাদে তাদের সার্বভৌম সত্তার জানান দিয়েছে, যা আন্তর্জাতিকে অহিনে বৈধ। এ ক্ষেত্রে তারা রাষ্ট্রসংঘের সংবিধানের ৫১ অনুচ্ছেদের আলোকে তাদের অধিকার প্রয়োগ করেছে বলে জানানো হয়েছে। ওই অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, ‘রাষ্ট্রসংঘের কোনও সদস্য রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সশস্ত্র হামলা হলে ওই রাষ্ট্র যদি ব্যক্তিগত বা সম্মিলিত আত্মরক্ষার সহজাত অধিকার চর্চা করতে চায়, তবে তা ক্ষুদ্র করা যাবে না।’ কিন্তু পশ্চিমী দেশগুলোর পক্ষ থেকে ইরানের হামলার নিন্দা জানানো হলেও ইসরায়েল যে হয় মাস ঘরে গাজা ভূখণ্ডে একের পর এক হামলা এবং ধ্বংসযজ্ঞ ঘটিয়ে চলেছে তার নিন্দা করা হয়নি। একটি সর্বসম্মত যুক্তবিরতি পাস করতে প্রায়



দামেস্কের ঘটনার জবাব দিয়েছে এবং ইসরায়েলের তরফ থেকে কোনও ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখানো না হলে তাদের দিক থেকে আর কোনও হামলা চালানোর অভিতপ্রায় ইরানের নেই। সেই দিক বিবেচনায় ইরান তার লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হয়েছে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। ইরানের এই হামলার মধ্য দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষপাতিত্বের আরেকটি চিত্র স্পষ্ট হয়েছে। এত দিন ধরে তারা যেভাবে ইসরায়েলের আত্মরক্ষার নামে গাজায় নিরীহার হত্যাকাণ্ডকে সমর্থন দিয়ে গেছে, নিরাপত্তা পরিষদের সভা সদস্য সব রাষ্ট্রের সমর্থন থাকা সত্ত্বেও কেবল তাদের ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগের কারণে একটীর

কারণ হতে পারে-এ ধরনের যেকোনো অবস্থায় রাশিয়া কী ভূমিকা রাখবে সেটার এক ধরনের নমুনা তারা প্রস্তুত করেছে। আমরা এটাও জানি, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে রাশিয়ার সঙ্গে চিনের সম্পর্ক নতুন উচ্চতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইরানের পক্ষ থেকে ইসরায়েলে হামলায় চিনের বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণে এক ধরনের মৌন সমর্থনের আলামত লক্ষ করা যাচ্ছে। তা ছাড়া এটা তো সবারই জানা যে চিন হচ্ছে কটর যুক্তরাষ্ট্রবিরোধী। সেদিক বিবেচনায় যুক্তরাষ্ট্র যদি ইরানে হামলার পরিকল্পনায় পরিস্দের হাতীক হস্তে এগিয়ে আসে, তাহলে তাদের কেবল ইরানকে নয়, চিন এবং রাশিয়ার সম্মিলিত শক্তিকেও

‘যে কোনও সময় দরিদ্র হয়ে যেতে পারে এমন লোকজন’। অন্য আর একভাবেও দেখা যায়। ‘উপরে থাকা’দের সঙ্গে ‘নিচে রেখে দেওয়া’দের তুলনার মাপে উপরে থাকা দেশের ১০ শতাংশ লোকের অবস্থা প্রতিদিন ভাল, আরও ভাল হয়ে চলেছে। আর নিচে রেখে দেওয়া ৫০ শতাংশ দেশবাসীর অবস্থা খারাপ, আরও খারাপ হয়ে চলেছে। এখানেও ‘একটা’ হচ্ছে বলাই ‘আর একটা’ হচ্ছে। একটর সঙ্গে অন্যটা জড়িয়ে আছে। ধরা যাক দেশের মোট আয় ১০০ টাকা। তারার দিকে থাকা লোকেরা যত কম আয় করবে, সেই টাকাটা উপরের দিকে থাকা লোকদের হাতে চলে যাবে। এদের কমলে ওদের বাড়বে। আর তারার দিকে থাকা লোকদের তো কোন অধিকার নেই। ফলে যে কোনও বিষয়ে তাদের ওপর আঘাত নামিয়ে আনা যায়।

কয়েকটা উদাহরণ-নোট বন্দি, জিএসটি বসানো, কোভিডে অনেক দিন সবকিছু বন্ধ করে দেওয়া। এ সব তারার দিকে থাকা লোকজনকে আঘাত করেছে। আর এই তারার দিকেই রয়েছে অসংগঠিত ক্ষেত্রের লোকজন। এদের কোনও অধিকার নেই, এদের জন্য কোনও অহিন নেই, সরকারি মদত নেই। আর এটা বুঝতে পেরেই আস্তে আস্তে অর্থনীতির একটা বড় অংশকে ‘অসংগঠিত’ করে তোলা হচ্ছে, ‘অ-অহিনি’ বানিয়ে ফেলা হচ্ছে, না-অধিকারে নিয়ে ফেলা হচ্ছে। কৃষি ‘অসংগঠিত’ বিষয়, কারখানা বন্ধ করে দেওয়া ‘অসংগঠিত’ বিষয়, পরে কারখানা খোলা সে-ও ‘অসংগঠিত’ বিষয়, শিক্ষা ‘অসংগঠিত’ বিষয়। সবচেয়ে বেশি ‘অসংগঠিত’ করে তোলা হচ্ছে সরকারি কাজের জায়গায়। ফলে সেখানে যারা কাজ পাচ্ছে তাদের সংখ্যাটা কাজ-না-পাওয়াদের তালিকায় নেই, কাজ পাওয়াদের তালিকায় আছে। আর সেই তালিকার সংখ্যাটা দেখিয়ে আমাদেরকে কাজ পাওয়ার ভুল অংকটা দেখানো হচ্ছে। বেকারের সংখ্যা কম দেখানো হচ্ছে। ভিতরের গল্পটা আড়াল করা হচ্ছে, আমরাও তুল বুঝছি। যারা কাজ পেয়েছে বলা হচ্ছে, তাদের বেলায় বলা হচ্ছে না তাদের কোনও সামাজিক সুরক্ষার অধিকার নেই। আমাদের কাছে যা লেখাপড়া আছে, আমরা তার বইরেটা দেখে মেনে নিচ্ছি, ভেতরটা দেখছি না, ভেতরটা চেপে রাখা হচ্ছে। ফলে দেশের অর্থনীতি নিয়ে সরকারের দাবি, তথ্য, অঙ্ক, হিসাব, কথা মেনে নিচ্ছি। যা নয়, তাই মেনে নিচ্ছি। এবার যাচাই করে নেওয়া শুরু করা যাক। সবাই মিলে। যে যার জায়গার হাল নিজেকেদেই বুঝে নেওয়া দরকার। অন্যদেরকে জানানো দরকার।

মতামত লেখকের ব্যক্তিগত

মোকাবিলা করতে হবে। যদি এমনটাই হয়, তাহলে এটি কেবল আরেকটি আরব-ইসরায়েল যুদ্ধ নয়, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণও সৃষ্টি করতে পারে, আর এ রকম কিছু হলে তা হবে সর্বশাস্তা এবং নিঃসন্দেহে একটি পারমাণবিক যুদ্ধ। ইরানের পক্ষ থেকে বলে দেওয়া হয়েছে, ইসরায়েল যদি কোনও ধরনের পাণ্টা পদক্ষেপ নেওয়ার চেষ্টা করে, তাহলে তারা আগের চেয়েও ১০ গুণ শক্তি নিয়ে ইসরায়েলকে মোকাবিলা করতে প্রস্তুত রয়েছে। তাদের এ ধরনের বক্তব্য থেকে এটাই বোঝা যায়, ইসরায়েল যেমন বহিঃশক্তির ওপর নির্ভরশীল, ইরানও এ রকম কিছু দেশের ওপর নির্ভরশীল এবং প্রচল্ল সমর্থন পেয়ে আসছে। আর তাদের নিজেদের শক্তির সঙ্গে এ ধরনের বহিঃশক্তির সহায়ের কারণেই তারা হামাস, হিজবুল্লাহ, হুতি এবং ইসলামী জিহাদসহ বেশ কিছু গোষ্ঠীকে লালন-পালন করে যাচ্ছে গোটা মধ্যপ্রাচ্যে, যারা চাওয়া মাত্র ইরানের সহায়তায় এগিয়ে আসবে। কাজেই এসব কিছু বিবেচনায় ইসরায়েলের পক্ষে এই মুহূর্তে পশ্চিমাদের সাহায্য নিয়ে কিছু করা সম্ভব নয়, যদি কিছু করতে হয়, সেটা করতে হবে একক প্রচেষ্টায়, যার ফল হতে পারে আরো ভয়াবহ। সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে লাভের পাল্লা ইরান, না ইসরায়েল-কোন দিকে বেশি ঝুঁকল, সেটা যদি মূল্যায়ন করা হয়, তাহলে ইরানের এই হামলার মধ্য দিয়ে ইসরায়েল বেশ কিছুদিন নিষ্ক্রিয়তার পর যুক্তরাষ্ট্রের সহমর্মিতা অর্জন করলেও আপাতত এটা দিয়ে তারা ইরানের হামলার পাণ্টা জবাব দেওয়ার সক্ষমতা অর্জন করতে পারছে না। অন্যদিকে নিরাপত্তা পরিষদে কিছুদিন আগে সর্বসম্মতিক্রমে যে যুক্তবিরতি প্রস্তাব পাস হয়েছে, সে মোতাবেক গাজায় যদি তারা তাদের হামলা অব্যাহত রাখে, তাহলে তাদের নিজেদের আত্মরক্ষার ঐধেতা প্রশ্নের মুখে পড়তে থাকবে। আবার তাদের জেরে যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন ধরে রাখাও কঠিন হয়ে উঠবে। এরই মধ্যে গাজা ইস্যু নিয়ে পশ্চিমাদের মধ্যে ব্যাপক মতবিনিময় দেখা দিয়েছে। গাজায় ইসরায়েলের নির্বিচার গণহত্যার কারণে মধ্যপ্রাচ্যে একটি স্থায়ী শান্তির প্রচেষ্টা এবং দ্বিরাষ্ট্রিক সমাধানের অংশ হিসেবে ইউরোপীয় ইউনিয়নের চারটি দেশ মাল্টা, স্লোভাকিয়া, স্পেন ও আয়ারল্যান্ড আগামী জুন মাস নাগাদ ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে। সুতরাং এর মধ্যেই ইসরায়েল যদি গাজা ইস্যুতে নিজেকে নিবৃত্ত না করে কিংবা যুক্তরাষ্ট্র বা রাষ্ট্রসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের পক্ষ থেকে ফিলিস্তিনের নিরাপত্তার প্রশ্নে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া না হয়, তাহলে গোটা মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি কেবল ইসরায়েলেরই নয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের বিপক্ষে চলে যেতে পারে। ইরানের এই হামলা যদিও তাদের সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে জবাব দেওয়া বলে উল্লেখ করা হয়েছে, চলমান হামাস-ইসরায়েল যুদ্ধের ক্ষেত্রেও এর ব্যাপক তাৎপর্য রয়েছে।

বিজ্ঞান ও পরিবেশ

তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে বিভিন্ন রঙের সামুদ্রিক প্রবাল সাদা হয়ে যাচ্ছে

সাম্প্রতিক সময়ের রেকর্ড পরিমাণ সমুদ্রের তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে বিভিন্ন রঙের সামুদ্রিক প্রবাল সাদা হয়ে যাচ্ছে। মারা যাচ্ছে বিপুলসংখ্যক শৈবালও। ইউএস ন্যাশনাল ওশেনিক অ্যান্ড অ্যাটমোস্ফেরিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (এনওএএ) তথ্যমতে, বিভিন্ন সমুদ্রে থাকা প্রবালগুলো বর্তমানে তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে ব্লিচিংয়ের শিকার হচ্ছে। ব্লিচিংয়ের কারণে প্রবালের স্বাভাবিক বিকাশ বন্ধ হয়। রঙিন প্রবাল ধ্বংসে সাদা হয়ে যায়। সমুদ্রের পানির তাপ বেড়ে গেলে এমনটা দেখা যায়।

প্রবাল সমুদ্রের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক। মাহের আবাস থেকে শুরু করে অনেক সামুদ্রিক জলে বাস প্রবাল কাঠামোতে কয়েক মাস ধরে

মহাসাগরের তাপমাত্রা কিছুটা কমলেও আগের প্রভাব এখনো রয়েছে। এনওএএ বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন সমুদ্রের তথ্য বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে নতুন শঙ্কার কথা জানিয়েছে। সংস্কারের মতে, আটলান্টিক, প্রশান্ত মহাসাগর ও ভারত মহাসাগরে যুক্ত বিভিন্ন সাগর ও উপসাগরের প্রবাল বেশি সংকেটে আছে। গত ফেব্রুয়ারি মাসে বিজ্ঞানী নিল ক্যানটিন অস্ট্রেলিয়ার গ্রেট ব্যারিয়ার রিফ পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি বলেন, দুই হাজার কিলোমিটারের মতো দৈর্ঘ্যের এই প্রাচীরে উচ্চমাত্রার ব্লিচিং দেখা যাচ্ছে। অনেক প্রবাল মারা যাওয়ার আশঙ্কা আছে। প্রবালকে সমুদ্রের স্থপতি বলে ডাকা হয়। প্রবালের বিশাল কাঠামোতে প্রায় ২৫ শতাংশ

সামুদ্রিক প্রজাতি বাস করে। গড় তাপমাত্রার চেয়ে ১ ডিগ্রি তাপমাত্রা বেশি হলে প্রবালপ্রাচীর সর্বোচ্চ দুই মাস বেঁচে থাকতে পারে। প্রবালপ্রাচীর ধ্বংস হলে মাছের মতো প্রাণীর আবাসও ধ্বংস হবে। তিন দশক ধরে বিজ্ঞানী অ্যান হগেট অস্ট্রেলিয়ার লিজার্ড দ্বীপে প্রবাল নিয়ে গবেষণা করছেন। প্রবালের রং বদলে যাওয়ার বিষয়ে তিনি বলেন, এ বছরের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে বড় মাত্রায় ব্লিচিং দেখা যাচ্ছে। প্রবাল তাপের কারণে রং হারিয়ে ফেলেলেও ধীরে ধীরে নিজেরের গঠন করতে পারে। একবার সাদা হয়ে গেলে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরতে কয়েক বছর সময় প্রয়োজন হয় প্রবালের।

অস্ট্রেলিয়ার ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি সিডনির বিজ্ঞানী এমা



ক্যাম্প বলেন, প্রবালপ্রাচীর আসলে বেশ স্থিতিস্থাপক। প্রবালপ্রাচীর

Name Change
I SK ARIF AND SK ARIF ALI, S/O-ABDUL KADER SEKH, R/O-JOUGRAM MOYNA, PASCHIM BARDHAMAN-713166, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SEKH ARIF ALI,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/04/2024, THAT SK ARIF AND SK ARIF ALI AND SEKH ARIF ALI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I GOPAL CHANDRA DAS, SON OF GOVINDA DAS, RESIDING AT MADHYAHINGLI, MADHYAHINGLI, PS-MAHISHADAL, EAST MEDINIPUR -721628, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS GOPAL DAS VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/04/2024, THAT GOPAL CHANDRA DAS AND GOPAL DAS BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I CHHABDUL MONDAL, S/O ABUCH-HADDIN MONDAL, R/O CHHOTA ANDULIA, CHAPRA, NADIA, PIN-741124, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS CHHABDUL ALI MONDAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/04/2024, THAT CHHABDUL MONDAL AND CHHABDUL ALI MONDAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I SUBHASH RUNGTA AND SUBHASH ROONGTA & SUBHASH KUMAR RUNAGTA S/O- LATE JUGAL KISHORE ROONGTA, RESIDING AT AD-29, SECTOR-1, SALT LAKE, PS-BIDHANNAGAR (N), KOLKATA-700064, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUBHASH KUMAR ROONGTA, AS DECLARED BEFORE THE FIRST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE BARASAT COURT NORTH 24 PARGANAS, WEST BENGAL, VIDE AN AFFIDAVIT NO.1025 DATED 18.04.2024.THAT SUBHASH RUNGTA AND SUBHASH ROONGTA & SUBHASH KUMAR RUNAGTA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I SUKHENDU CHAKRABORTTY, S/O SUNITY CHAKRABORTY, R/O VILL DWIPAMALITA, PO BIRAMPUR, HOWRAH RURAL -711303, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUKHENDU CHAKRABORTY, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/04/2024, THAT SUKHENDU CHAKRABORTTY AND SUKHENDU CHAKRABORTY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I ASHIM DAS & ASHIM KR DAS, S/O LATE AMAR NATH DAS, R/O 37/2, MOHANLAL BAHALWALA ROAD, PATHAK PARA, PO & PS BALLY, HOWRAH -711201, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ASHIM KUMAR DAS, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/04/2024, THAT ASHIM DAS & ASHIM KR DAS AND ASHIM KUMAR DAS ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I ABHISHEK RUNGTA, S/O- SUBHASH KUMAR ROONGTA, RESIDING AT AD-29, SECTOR-1, SALT LAKE, PS-BIDHANNAGAR (N), KOLKATA-700064, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ABHISHEK ROONGTA, AS DECLARED BEFORE THE FIRST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE BARASAT COURT, NORTH 24 PARGANAS,WEST BENGAL VIDE AN AFFIDAVIT NO.1026, DATED 18/04/2024.THAT ABHISHEK RUNGTA AND ABHISHEK ROONGTA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I SUNITY CHAKRABORTTY, S/O PRABHAKAR CHAKRABORTY, R/O VILL DWIPAMALITA, PO BIRAMPUR, HOWRAH RURAL -711303, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUNITY CHAKRABORTY, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/04/2024, THAT SUNITY CHAKRABORTTY AND SUNITY CHAKRABORTTY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I ADITYA BANERJEE, S/O ASOKE KUMAR BANERJEE, R/O 8, DHALI PARA ROAD, BEHALA, PARNASREE PALLY, KOLKATA -700080, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ADITYA NARAYAN BANERJEE, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/04/2024, THAT ADITYA BANERJEE, AND ADITYA NARAYAN BANERJEE ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

প্যারাসিটামল তৈরি হবে তুলাগাছ থেকে, জানতে হলে আপনাকে পড়তে হবে



বহুকাল আগে মানুষ যখন গুহায় বসবাস করত, তখন রোগ নিরাময়ে বিভিন্ন গাছপালাই ছিল ভরসা। পরবর্তী সময়ে সভ্যতা যতই সামনে এগিয়েছে, গাছপালা-নির্ভর ওষুধের ব্যবহারও বেড়েছে। দশে শতাব্দী ধরে শিল্পবিপ্লবের কারণে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ওষুধ তৈরি হলেও

এবার গাছের যৌগ থেকে প্যারাসিটামল ওষুধ তৈরির কৌশল আবিষ্কার করছেন বিজ্ঞানীরা। যুক্তরাষ্ট্রের উইসকনসিন-ম্যাডিসন বিশ্ববিদ্যালয়ের একমূল বিজ্ঞানী পপলার গোত্রের গাছের বায়োমাস দিয়ে প্যারাসিটামল ওষুধ তৈরির কৌশল আবিষ্কার করেছেন।

পপলার গোত্রের অধীনে ২৫ থেকে ৬০ প্রজাতির গাছ আছে। তুলাগাছ এই গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। নতুন এই আবিষ্কার বিশ্বের সবচেয়ে বহুল ব্যবহৃত ওষুধ তৈরিতে সবুজ প্রযুক্তির সংযোগ ঘটাবে বলে আশা করা হচ্ছে। নতুন এ আবিষ্কারের তথ্য কেমসাসকেম নামের জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে।

গ্রেট লেকস বায়োএনার্জি রিসার্চ সেন্টারের বিজ্ঞানী স্টিভেন কার্নেল বলেন, ‘প্যারাসিটামল অ্যাসিটামিনোফেন নামেও পরিচিত। এটি একটি বহুল ব্যবহৃত ওষুধ, যার বার্ষিক বৈশ্বিক বাজারমূল্য প্রায় ১৬ কোটি মার্কিন ডলার। ১৮৭০-এর দশকে প্যারাসিটামল প্রথম উদ্ভাবন করা হয়। সাধারণভাবে কয়লা বা পেট্রোলিয়ামের উপজাত উপাদান থেকে তৈরি করা হয় ব্যথানাশক ওষুধটি। আমরা বড় পরিসরে ওষুধটি তৈরির জন্য গবেষণা করছি।’

২০১৯ সালে বিজ্ঞানী কার্নেল ও

জন রালফ প্যারাসিটামল তৈরির নতুন এক ধারণা দেন। তাঁরা পপলার গোত্রের গাছের যৌগ থেকে প্যারাসিটামল তৈরির কৌশলও উদ্ভাবন করেন। এই কৌশল কাজে লাগিয়েই পরে প্যারাসিটামলের পাশাপাশি অন্যান্য ওষুধ, রঞ্জক, টেক্সটাইল ও বায়োডিগ্রেডেবল প্লাস্টিক তৈরির প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করেছেন বিজ্ঞানীরা।

প্যারাসিটামল অণু একটি ছয়-কার্বন বেনজিন রিং দিয়ে তৈরি দুটি রাসায়নিক গ্রুপ সংযুক্ত। পপলারগাছের লিগনিনে পি-এইচবি নামে অনুরূপ যৌগ তৈরি হয়। এই অংশ উদ্ভিদের শর্করাকে একত্রে আবদ্ধ করে। এই লিগনিনে সুগন্ধযুক্ত যৌগ প্রকৃতির, যা অনেক পেট্রোকিমিক্যাল প্রতিস্থাপন করতে পারে। সত্তা এই পদ্ধতিতে পি-এইচবিকে অন্য রাসায়নিকে রূপান্তরিত করে প্যারাসিটামল বা অন্যান্য ওষুধ তৈরি করা যায়।

Name Change
I CHAMPA FERNANDES, W/O-REMEDIOS CASTODIO FERNANDES, R/O- 314, SAHID NAGAR KALIBARI, PO-KANCHRAPARA, BARRACKPORE, PIN-743145, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS CHAMPA REMEDIOS FERNANDES,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/04/2024, THAT CHAMPA FERNANDES AND CHAMPA REMEDIOS FERNANDES ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I PRADIP BISWAS, S/O- PROMATH BISWAS, R/O- MAJHERHATI ASHRAM ROAD, NEAR CHHATRA SAMAJCLUB,PO-NIMTA, PS-NIMTA, BARRACKPORE, PIN-700049, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PRADIP BISWAS,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/04/2024, THAT PERDEEP BISWAS AND PRADIP BISWAS ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Sumitra Marda (old name) D/O Arun Kumar Aggarwal, residing at C Block, 3rd Floor, 21 Rabindra Sarani, Kailash Garden, Bally, P.O.- Liluah, Howrah, Pin- 711204, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Sumitra Aggarwal (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 22/04/2024. Sumitra Aggarwal (new name) and Sumitra Marda (old name) both are same identical person.

Name Change
I KAYA MONDAL, W/O STIFAN MONDAL, R/O KUNDARALI, MALAYAPUR, PS BARUIPUR, SOUTH 24 PARGANAS, PIN-743610, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MALOBIKA MONDAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/04/2024, THAT MALOBIKA MONDAL AND KAYA MONDAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I SAHAB UDDIN , S/O- AJIJAR, R/O- GHOSHPUKUR, BALAGARH, HOOGHLY RURAL, PIN-712123, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SAHABUDDIN SK,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/04/2024, THAT SAHAB UDDIN AND SAHABUDDIN SK ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I BELA RUNGTA, D/O- JUGAL KISHORE SARAF, W/O-SUBHASH KUMAR ROONGTA, RESIDING AT AD-29, SECTOR-1, SALT LAKE, PS-BIDHANNAGAR (N), KOLKATA-700064, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BELA ROONGTA,AS DECLARED BEFORE THE FIRST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE BARASAT COURT, NORTH 24 PARGANAS, WEST BENGAL, VIDE AN AFFIDAVIT NO.1024 DATED 18.04.2024, THAT BELA RUNGTA AND BELA ROONGTA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Sirajul Islam (Old name) S/O Dider Box Mondal, Residing at Vill- Dakshin Sherpur, P.O.- Jadurhati, P.S.- Baduria, Dist- North 24 Pgs, Pin- 743293, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Md Sirajul Islam (New name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 22/04/2024. Md Sirajul Islam (Old name) both are same identical person.

Name Change
I GOURI CHAKRABORTY, WIFE OF JAGANNATH CHAKRABORTY, RESIDING AT B-11, SHAMBU MITRA PATH,CENTRAL PARK EXTN CITY CENTRE, DURGAPUR, PASCHIM BARDHAMAN -713216, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS GOURI GOSWAMI CHAKRABORTY AS DECLARED BEFORE THE LD EXECUTIVE JUDICIAL MAGISTRATE, DURGAPUR COURT, DISTRICT PASCHIM BARDHAMAN, WB, VIDE AFFIDAVIT NO. 5894 DATED 18/04/2024. GOURI CHAKRABORTY AND GOURI GOSWAMI CHAKRABORTY BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON.

আই পিএলের ধাঁচে খেলা হয়ে গেল দক্ষিন বাসসতে

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ২২ এপ্রিলঃ বাঙালীর সাথে জড়িয়ে আছে ফুটবলের নাম। বর্তমানে কিছুটা হলেও এই খেলাধুলা কমে গেছে। গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহী বাঙালির সেরা খেলা ফুটবল। তবে এখন ফুটবলের থেকে ক্রিকেট বেশি জনপ্রিয়তা নজর কেড়েছে। যেন গোটা একটা আইপিএল খেলার আয়োজন। আইপিএলের ধাচে গ্রামীণ ক্রিকেট খেলাতে চার মার্কক বা আউট হোক বস্কে বেজে উঠছে গান আর তার সাথে সাথে নাচতে দেখা গেল চিয়ার লিডার কে।হ্যাঁ এমনই খেলা হয়ে গেছে খেলা রাতে জয়নগর থানার দক্ষিণ বাসাসতে মামা ভাগ্নে ক্লাবের সুন্দর পরিচালনায়। এদিন এই মামা ভাগ্নের ক্লাবের পরিচালনায় ১৬ টি ক্রিকেট দলের টুর্নামেন্ট হয়। শুধু দক্ষিণ ২৪ পরগনা নয়, অন্যান্য জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অংশগ্রহণ করেছে একাধিক দল। মঞ্চ বেঁধে হাজির করানো হয়েছে চিয়ার লিডার কে। আর এদিন মাঠে দর্শকদের উদ্দাননা ছিল চোখে

পড়ার মত। আয়োজকদের সূত্রে জানা গেল, এই সমস্ত গ্রামীণ এলাকার মানুষের মাঠে গিয়ে টিকিট কেটে খেলা দেখার মত সামর্থ্য নেই। যার কারণ এখন আইপিএলের মরসুম চলছে। আর মানুষ এখন টিভির ধাঁচে খেলা দেখতে চায়। তার উপরে মাঠে গিয়ে খেলা দেখতে গেলে এক একজনের টিকিটে হাজার হাজার টাকার দাম। তাই এখানকার মানুষের পক্ষে সেটা সম্ভব না।

সেই সমস্ত বিষয়কে মাথায় রেখে এই ধরনের আয়োজন করা হয়েছে এবারো সারা রাত্রি ধরে এই খেলা হয়। এছাড়াও দর্শকদের আকর্ষণ করতে সুদূর মুর্শিদাবাদ থেকে আনা হয়েছে খেলা কমেন্টটি করার জন্য এক যুবককে। তিনিও চোয়ার লিডারের সাথে সাথে মানুষকে টিভির মতন কমেন্ট করছে যাতে মানুষ একটু বিনোদনের মধ্যেই থাকতে পারে তাই এত বড় আয়োজন। দূর দূরান্ত থেকে প্রচুর দর্শক এসেছিল এদিন রাতে এই খেলা দেখার জন্য।

হিটস্ট্রোকের বলি ভবঘুরে

দুরন্ত বার্তা, হুগলি , ২২ এপ্রিলঃ প্যাটকর্মে বসেছিলেন। তীব্র গরমে একবারে নাজেহাল দশা। গরম গা, গলদঘর্ম দশা। হঠাৎই নুইয়ে পড়েন বছর ৫৫-এর এক প্রৌঢ়া মুহুর্তে শেষ। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, হিটস্ট্রোকের বলি ওই ভবঘুরে। ঘটনাস্থল হুগলি স্টেশন। হুগলি স্টেশনের ২ ও ৩ নম্বর প্লাটফর্মের মাঝে বেষ্টের নীচে বসে ছিলেন ওই প্রৌঢ়া। স্টেশনের এক লোকানদার জানান, ওই প্রৌঢ়কে হুগলি স্টেশনের প্যাটকর্মে দেখা যায়। তিনি কেক ও জলও খাওয়ান। এরপর প্যাটকর্মের বেঞ্চেই শুয়ে পড়েন ওই ভবঘুরে। তিনি জানান, সকালেও খাবার পেতে দেন তিনি। তবে ওই প্রৌঢ় তা খেতে চাননি। দুপুর তখন আড়াইটে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, কেমন একটা নেতিয়ে বসেছিলেন। সকলে জিজ্ঞাসা করেন, ‘দাদা কী হল, শরীর খারাপ লাগছে?’ কোনও সত্যদ্রব্ব নেই। কিছুটা গোপুনির শব্দ। এরপর বসে বসেই প্রাণটা বেরিয়ে গেল ওই প্রৌঢ়ের। এখনও মৃতের পরিসর জানা যায়নি। এই ঘটনার পর স্টেশন মাস্টারকে খবর দেওয়া হয়। বিকাল ৫টা নাগাদ রেলের আর্গিশোনাল ফিফ মোডিকেল অফিসার অর্ডিজিং সেনগুপ্ত পৌঁছন হুগলিতে। বাস্তবে জিআরপির কর্মীরাও উপস্থিত হন। পরীক্ষা নিরীক্ষার পর মৃত্যু নিশ্চিত করেন। মৃতদেহ চৌদ্দ ইয়ামাবাড়া হাসপাতালে ময়না তদন্তে পাঠানো হয়।

আবাসিকদের সুস্থ রাখতে বিশেষ ব্যবস্থা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা , ২২ এপ্রিলঃ তীব্র গরমে সংশোধনাগারের আবাসিকদের সুস্থ রাখতে রাজ্যের করা দফতর বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছে। আবহাওয়ার কথা মাথায় রেখে প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগার, হাওড়া, দমদমে রাজ্যের বেশ কয়েকটি সংশোধনাগারে আবাসিকদের জন্য খাবারের মেনুতে পরিবর্তন করা হয়েছে। এই বিষয়ে রাজ্যের ডিআইজি করা দেবাশিস চক্রবর্তী বলেন, রান্নায় বেশি তেল, মশলা দেওয়া হচ্ছে না। একেকজন আবাসিককে তাদের ডায়েটি চার্ট অনুযায়ী একেককম খাবার দেওয়া হচ্ছে। কোনও আবাসিকের যাতে অসুবিধা না-হয়, সেই বিষয়ের উপরও বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। পানীয় জল পরিশোধনের উপরেও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে বলে তিনি জানান। দেবাশিস বাবু আরও বলেন,এর পাশাপাশি হাওড়া সংশোধনাগার প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগার এবং দাদম সংশোধনাগারের চিকিৎসকদের সঙ্গেও নিয়মিতভাবে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। দীর্ঘদিনের পুরনো ফ্যান গুলি বদলে হাই স্পিড ফ্যান বসানো হচ্ছে।

গ্রীষ্মের সময় যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় হ্রাস করতে কাটিহার ও উদয়পুর সিটির মধ্যে স্পেশাল ট্রেন

মালিগাঁও, ২২ এপ্রিলঃ গ্রীষ্মকালীন ভিড়ের সময় যাত্রীদের জন্য এই স্পেশাল ট্রেনের সুযোগ নিতে পারবেন। স্পেশাল ট্রেন নং. ০৯৬২৩ (উদয়পুর সিটি কাটিহার উদয়পুর সিটি) উভয় দিক থেকে দশটি করে ট্রিপের জন্য চলবে। এই রুটে চলাচল করা অন্যান্য ট্রেনের ওয়েটিং লিস্টের যাত্রীরা এই গরমের সময় স্বাচ্ছন্দ্য ভ্রমণের জন্য এই স্পেশাল ট্রেনের সুযোগ নিতে পারবেন। স্পেশাল ট্রেন নং. ০৯৬২৩ (উদয়পুর সিটি - কাটিহার) ২৬ এপ্রিল থেকে ২৫ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত প্রত্যেক মঙ্গলবার উদয়পুর সিটি থেকে ১৬.০৫ ঘটনায় রওনা দিয়ে বৃহস্পতিবার ০২.৪৫ ঘটনায়



কাটিহার পৌঁছবে। ফেরত যাত্রার জন্য এই স্পেশাল ট্রেন নং. ০৯৬২৪ (কাটিহার উদয়পুর সিটি) ২৫ এপ্রিল থেকে ২৭ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত প্রত্যেক বৃহস্পতিবার কাটিহার থেকে ১৫.০০ ঘটনায় রওনা দিয়ে শনিবার ৪.১৫ ঘটনায় উদয়পুর সিটি পৌঁছবে। এই স্পেশাল ট্রেনে যাত্রীদের

নাউগাছিয়া ইত্যাদি হয়ে চলাচল করবে ও টিকিট উপলব্ধ থাকবে। এই স্পেশাল ট্রেনের স্টপেজ ও সময়সূচির বিবরণ আইআরসিটিসি ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে এবং বিভিন্ন সংবাদপত্র ও উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সোসিয়াল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মেও অধিসূচিত করা হয়েছে। যাত্রার করার পূর্বে বিশদ বিবরণগুলি দেখে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ

Name Change
I BARJAHAN SHAIK,S/O-ALEK NABI SHAIK, R/O- VILL AND PO-GHORA HATAMUNAGAR, PS-BISHA-NUPUR, DIAMOND HARBOUR,PIN-743503, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BAR-JAHAN SHAKH,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/04/2024, THAT BARJAHAN SHAIK AND BAR-JAHAN SHAKH ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I SANTANU DEY, SON OF LATE BIMAL CHANDRA DEY, RESIDING AT 1/33 R.C ROAD (EXTN), DUMDUM CANTONMENT, PO&PS-DUMDUM, NORTH24PARGANAS-700028, WEST BENGAL.DO HEREBY INFORM THAT MY MINOR DAUGHTER AYONA DEY SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MOUBANI DEY VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT BARASAT ON 09/11/2010.THAT AYONA DEY AND MOUBANI DEY BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I ARINDAM PAL,SON OF MRINAL KANTI PAL, RESIDING AT 56/1 SIMLA ROAD, BEADON STREET, PS-MAN-ICKTALA, KOLKATA -700006, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ARINDAM MRINAL PAL VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/04/2024.THAT ARINDAM PAL AND ARINDAM MRINAL PAL BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I STIPHEN MONDAL, S/O LATE MA-HENDRA NATH MONDAL, R/O KUN-DARALI, MALAYAPUR, PS BARUIPUR, SOUTH 24 PARGANAS, PIN-743610, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS STI-FAN MONDAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/04/2024, THAT STIPHEN MONDAL AND STI-FAN MONDAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Mohammed Wasim S/o. Md Alimullah R/o. 5/2/H/18, Bhukailash Road, P.O.- Khidder-pore, P.S.- Ekbalpore, Kolkata-700023 shall henceforth be known as Md Wasim. I declare that Md Wasim and Mohammed Wasim is same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 22-04-2024.

ইতিহাসের পাতায় গুরুত্ব

সর্বকনিষ্ঠ ভারতীয় দাবাড়ু হিসেবে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন খেতাব জয়ের হাতছানি

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

বয়স তাঁর মাত্র ১৭। তাতেই বাজিমাত করলেন ডোম্ভারাজু গুরুত্ব। ভারতীয় সর্বকনিষ্ঠ দাবাড়ু হিসেবে তিনি বিশ্ব চ্যাম্পিয়নকে চ্যালেঞ্জ জানানোর যোগ্যতা অর্জন করেছেন। ভারতীয় গ্র্যান্ড মাস্টার ডি গুরুত্ব কানাডার টরেন্টোয় ক্যান্ডিডেটস দাবা প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। তিনি কিংবদন্তি



গ্যারি কাস্পারভের চার দশক পুরনো রেকর্ড ভেঙেছেন। মোট ১৪ রাউন্ডের প্রতিযোগিতার পর ভারতীয় সময় অনুযায়ী সোমবার ভোরে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন গুরুত্ব। আমেরিকার গ্র্যান্ডমাস্টার হিকার নাকুমারার সঙ্গে শেষ রাউন্ডে কালো ঘূটি নিয়ে গুরুত্ব ড্র করেন। এর আগে ঘৃণাঘনিয়ো কল্লানো ও ইয়ান নেপমনিয়ারির বিরুদ্ধে ড্র হওয়ার ফলে গুরুত্বের শেষ রাউন্ডে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য ড্র প্রয়োজন ছিল। ভারতীয় কিংবদন্তি দাবাড়ু বিশ্বনাথন আনন্দের পর দ্বিতীয়

জানাই। তুমি যে সফল্য অর্জন করেছো, তার জন্য গোটা দেশ গর্বিত। আমি ব্যক্তিগতভাবেও ভীষণ গর্বিত। তুমি যে কতটা পরিশ্রমের মধ্যে খেলেছো, তা সত্যিই যথেষ্ট প্রশংসনীয়। এই জয়ের মুহূর্তটা তুমি উপভোগ করো। চলতি বছরের শেষের দিকে গুরুত্ব এ বার চিনের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ডিং জিরেনের মুখোমুখি হবেন। ক্যান্ডিডেটস দাবায় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার ফলে গুরুত্ব ৮৮.৫০০ ইউরো (প্রায় ৭৮.৫০ লক্ষ টাকা) আর্থিক পুরস্কার পেয়েছেন।

ভুল স্বীকার করলেও শান্তি এড়াতে পারলেন না কোহলি

মুম্বই, ২২ এপ্রিলঃ ছাড় পেলেন না বিরাট কোহলি। আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে ম্যাচ ফির ৫০ শতাংশ জরিমানা হয়েছে তাঁর। রবিবার ইন্ডেন গার্ডেনে কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে ম্যাচে আউট হওয়ার পর আত্মপাওয়ারদের সঙ্গে তর্কাতর্কি করেন কোহলি। তাতে প্রতিযোগিতার আচরণবিধি লঙ্ঘিত হয়েছে। ম্যাচ রেফারির রিপোর্টের ভিত্তিতে কোহলিকে শাস্তি দিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিআই)। নিজের ভুল স্বীকার করে নিয়েছেন কোহলি। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড জানিয়েছে, আইপিএলের আচরণ বিধির ২.৮ ধারায় অতিযুক্ত কোহলি। তিনি লেভেল এক পর্যায়ের অপরাধ করেছেন। খেলা শেষ হওয়ার পর ম্যাচ রেফারি অমিত শর্মা শুভানির জন্য ডেকে পাঠান কোহলিকে। ভারতীয় দলের প্রাক্তন অধিনায়ক প্রথমেই নিজের দোষ স্বীকার করে নেন। দুঃখপ্রকাশ করেও ছাড় পাননি তিনি। তাঁকে ম্যাচ ফির ৫০ শতাংশ জরিমানা করা হয়েছে। রবিবারের ম্যাচে বেঙ্গালুরুর ইনিংসের তৃতীয় ওভারে বল করছিলেন হর্ষিত রানা। তাঁর প্রথম বলটি খেলার সময় ক্রিজের বাইরে ছিলেন বিরাট। বল সোজা ব্যাটে এসে লাগে। সেই বল সঙ্গে সঙ্গে লুফে নেন বোলার হর্ষিত। কিন্তু বিরাট ক্রিজ ছাড়তে চাননি। তাঁর দাবি, বল কোমরের উপরে ছিল। তাই নো বলের দাবি করেন বিরাট। রিভিউ নেওয়ারও ইঙ্গিত করেন। যদিও মাঠের আত্মপাওয়ারেরা রিভিউ নেন দিলে খেঁকেই নো বল কি না, নিশ্চিত হতে চান তাঁরা। তৃতীয় আত্মপাওয়ার দেনেন বিরাটের কোমরের নিচেই রয়েছে বল। ফলে নো বল দেননি তিনি। মাঠের আত্মপাওয়ারের সিদ্ধান্তই বহাল থাকে। তাতেই রেগে যান বিরাট।

রানের সুনামি থামুক আইপিএলে

অসহায় বোলারদের জন্য বোর্ডকে বিশেষ পরামর্শ গাভাসকরের



মুম্বই, ২২ এপ্রিলঃ ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে রানের বন্যা বইয়ে দেন দেশ বিদেশের ক্রিকেটাররা। চলতি আইপিএলে প্রচুর রান হচ্ছে। ১৭তম আইপিএলের একাধিক ম্যাচের স্কোরবোর্ড দেখলে অনেক ক্রিকেট প্রেমীদের চোখ ছানাবড়া হয়ে যাচ্ছে। এখনও অবধি চলতি ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে মোট ৩৭টি ম্যাচ হয়েছে। তাতে ৫ বার ২৫০-র বেশি অর্থাৎ এই ৩৭টি ম্যাচের মধ্যে ৫টি ম্যাচে ২৫০-র বেশি রান তুলেছে কয়েকটি ফ্র্যাঞ্চাইজি। তার মধ্যে সানরাইজার্স হায়দরাবাদই তিন বার চলতি আইপিএলে ২৫০-র বেশি দলগত রান তুলেছে। শুধু তাই নয়, অরুণা আর্মি আইপিএলের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি রানের রেকর্ড ২ বার ভেঙেছে। হাং এত কেনে রান হচ্ছে এ বামের আইপিএলে? অনেক টিমের বোলাররা হয়তো অসহায় বোধ করছেন। এই পরিস্থিতিতে ভারতীয় কিংবদন্তি সুনীল গাভাসকর বিসিআইকে বোলারদের সুরক্ষা দেওয়ার জন্য

এক উপায় জানিয়েছেন। সুনীল গাভাসকর ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের উদ্দেশ্যে বোলারদের সুরক্ষা দেওয়ার জন্য একটি বার্তা দিয়েছেন। তাঁর মতে বিজ্ঞপন বোর্ডকে আরও কিছুটা পিছিয়ে দিয়ে বাউন্ডারির দৈর্ঘ্য বাড়ানো যেতে পারে। তিনি বলেন, “আমি ক্রিকেট ব্যাটে কোনও পরিবর্তনের পরামর্শ দেব না। কারণ এগুলো নিয়মের মধ্যেই আছে। কিন্তু আমি অনেক দিন ধরেই বলে আসছি প্রতিটি মাঠের বাউন্ডারির দৈর্ঘ্য বাড়াতে হবে। এলইডি বা বিজ্ঞপন বোর্ডগুলিকে কিছুটা পিছিয়ে দেওয়া যায়। তা হলে বাউন্ডারি লাইনিটি আরও ২-৩ মিটার পিছিয়ে দেওয়া যাবে। তেমনটা করতে পারলে একটা ক্যাচ এবং একটা ছয়ের পার্থক্যও বোঝা যাবে। তা ছাড়া বোলারদেরই সব সময় ভুগতে হবে।” টি-২০ ক্রিকেটে ধুম ধাডাকা ব্যাটিং দর্শকরা উপভোগ করেন। কিন্তু অনেক সময় প্রতিনিয়ত পাওয়ার হিটিং অনেককে বিরক্ত করতে পারে। সানির কথায়, গত কয়েকদিন ধরে আমরা টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে এটাই দেখছি যে, ক্রিকেটাররা এমন ব্যাটিং করছে যে কোচরা হয়ে ওদের নেটে বলছেন, ‘এটি শেষ রাউন্ড’ এবং সবাই নিজের ব্যাটিং দেখাতে শুরু করছে। তাতে তারা আউট হোক বা না হোক। এটা কিছুটা আনন্দদায়ক, কিন্তু তারপরে এটি আর উত্তেজনাপূর্ণ হয় না। আমি আরও একটি শক্তিশালী শব্দ এর জন্য ব্যবহার করতে চেষ্টাছিলাম, কিন্তু বলব না।

জিতেও স্বস্তিতে নেই নাইট শিবির মিচেল স্টার্কের চোট চিন্তা বাড়চ্ছে গম্ভীরের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ এপ্রিলঃ নাইট শিবিরের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছেন কি মিচেল স্টার্ক? আরসিবির বিরুদ্ধে রবিবার কেকেআরের তারকা পেসার মিচেল স্টার্কের পারফরম্যান্সে মোটেও সন্তুস্ত নন নাইট প্রেমীরা। সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁরা এই বিষয়ে সরব হয়েছেন। ২৪.৭৫ কোটির বোলার মিচেল স্টার্ক। আইপিএলের সবচেয়ে দামি ক্রিকেটার তিনি। তাঁকে খিঁচি কেকেআরের অনুরাগীদের প্রত্যাশা হওয়াটা স্বাভাবিক। আর তাই তো যখন স্টার্ক আশানুরূপ পারফরম করতে পারেন না, তীব্র সমালোচনার শিকার হন। অবশ্য, কেকেআর শিবির মিচেল স্টার্ককে বিনিয়োগ হিসেবে দেখছে না। এরই মাঝে তাঁকে নিয়ে কিন্তু চিন্তায় পড়েছে গৌতম গম্ভীরের দল। কারণ জানা গিয়েছে, মিচেল স্টার্ক চোট পেয়েছেন। আরসিবির সচিবের শেষে ড্রেসিংরুমে স্টার্কদের পারফরম্যান্স নিয়ে বক্তৃতা দেন উইকেটকিপার ব্যাটার কেএস ভরত। সেখানেই তিনি জানান, চোট নিয়ে আরসিবির বিরুদ্ধে বোলিং করেছেন মিচেল স্টার্ক। নাইটদের হেড কোচ চন্দ্রকান্ত পন্ডিতের পাশে দাঁড়িয়ে ড্রেসিংরুমে কেএস ভরত বলেন, “মিচেল স্টার্কের কথা বলতেই হয়। প্রথম ওভারে চোট পাওয়ার পরও বোলিং চালিয়ে যাওয়া ওর পক্ষে সহজ ছিল না। শেষ ওভারে ও দারুণ ভাবে



আউটও করেছিল। ম্যাচটা সত্যিই সহজ ছিল না।” ভরত যখন স্টার্কের চোট নিয়ে বোলিং করার কথা বলছিলেন, সেই সময় ড্রেসিংরুমে থাকা অন্য নাইটরা অজি তারকার এই প্রশংসার জন্য হাততালিতে ভরিয়ে দেন। মিচেল স্টার্ক আরসিবির বিরুদ্ধে ৩ ওভারে ৫৫ রানের বিনিময়ে ১টি উইকেট নিয়েছিলেন। তাঁর ইকোনমি রেট ১৮.৩৬। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর নামের পাশে এই ইকোনমি রেট মানানসই নয়। এই পরিস্থিতিতেও স্টার্ককে সুপারস্টার বলেছেন কেকেআরের সিইও স্টেফি মাইসোর। তাঁর কথায়, “স্টার্ক সুপারস্টার এবং ও একজন চোরা প্রেয়ার। আমরা ওকে বিনিয়োগ হিসেবে দেখছি না। নিলামের সময় যা ঘটে তাতে কারও হাত থাকে না। প্রেয়াররা তাতেই, তাতে অন্য কারও হাতও থাকে না। মিচেল স্টার্ককে দলে নিতে পেরে আমরা এটাই অনুভব করি যে দল অনেক মূল্যবান হয়েছে। ও টিমে থাকার ফলে দলে একটা আলাদা মাত্রা যোগ হয়েছে।” পারফরম্যান্স যেমনই হোক না কেন, অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটার মিচেল স্টার্ক পাশে পাছেন তাঁর টিমকে। এ বার দেখার আরসিবির বিরুদ্ধে মিচেল স্টার্কের পাওয়া চোটের অবস্থা কেমন। কেকেআরের পরের ম্যাচে তিনি লেলতে পারেন কিনা, সেদিকেও নজর থাকবে।

আবার কি ব্যাট চান, বিরাটের কাছে ঘুরঘুর করছেন কেন রিঙ্কু?

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

রিঙ্কু সিং সোশ্যাল মিডিয়ায় ‘চোখের মণি’ হয়ে উঠেছেন। তাঁর দিকে সারাক্ষণ নজর থাকে ভক্তদের। গত মরসুম থেকেই রিঙ্কুকে নিয়ে আলোচনার অন্ত নেই। পর পর পাঁচটা হয় মেরে মন জয় করে নিয়েছিলেন আইপিএল ভক্তদের। তাঁর পর যেন উজ্জগড়িতে উঠে এসেছেন রিঙ্কু। ভারতীয় টিমেও করে নিয়েছেন পাশা জায়গা। এই মরসুম অবশ্য খুব একটা ভালো বাচ্ছে না রিঙ্কুর। কেকেআরের উপ অর্ডার দারুণ ব্যাট করছে। যে কারণে রিঙ্কু ব্যাটিংয়ের সুযোগ পাচ্ছেন না। আরসিবি ম্যাচে সুযোগ পেয়েছিলেন। কাজে লাগাতে পারেননি। ম্যাচের পর সেই রিঙ্কুকেই দেখা গিয়েছে বিরাট কোহলির সঙ্গে। তা কিন্তু নজর এড়াননি ভক্তদের। বিরাটের কাছে কেন ঘুরঘুর করছিলেন রিঙ্কু? আরসিবি ম্যাচেও আগে কেকেআর একটা ভিডিও পোস্ট করেছিল। তাতে দেখা গিয়েছে, রিঙ্কুকে একটা ব্যাট উপহার দিয়েছিলেন বিরাট।

সেই ব্যাট পাওয়ার পর আপ্ত হইলেন রিঙ্কু। তাঁর মতো তরুণ ক্রিকেটারের কাছে এ যে পরম প্রাপ্তি, সন্দেহ নেই। কিন্তু ম্যাচের আগে দেখা যায়, বিরাটের সঙ্গে আলাদা করে কথা বলছেন রিঙ্কু। তখন উত্তরপ্রদেশের ছেলে বিরাটকে

যে আরও একটা ব্যাট চাই, তা বুঝিয়ে দিয়েছেন। এই ঘটনা কিন্তু চোখ এড়াননি ভক্তদের। কেকেআর ম্যাচে বিরাট আউট হওয়ার পর যথেষ্ট ক্ষুব্ধ হয়েছেন। ম্যাচের পর আত্মপাওয়ারের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বলেন বিরাট। ভারতীয় তারকাকে



বলেন, যে ব্যাট বিরাট দিয়েছিলেন তাঁকে, তা ভেঙে গিয়েছে। স্পিনারের বিরুদ্ধে নেটে ব্যাটিং করার সময়। রিঙ্কুর কথা শুনে প্রথমে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন বিরাট। জানিয়ে দেন, এ কথা শুনে তাঁর কিছু করার নেই। রিঙ্কু অবশ্য তাতেও থামেননি। বিরাটের দুটো ব্যাট তুলে বল নাচাতে শুরু করেন। অর্থাৎ, বিরাটের কাছ থেকে তাঁর

কথা বলতে দেখে রিঙ্কুও চলে আসেন সেখানে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে শোনেন। আবার শ্যাত্তোও করতে দেখা যায়। তারপর বিরাটের সঙ্গে হাটতে হাটতে ড্রেসিংরুমে দিকে চলে যান রিঙ্কু। এই ঘটনা দেখা ভক্তরা লিখেছেন, বিরাটের কাছে কে ঘুরঘুর করছেন রিঙ্কু? একটা ব্যাট নিয়ে হয়নি, আরও একটা ব্যাট চাই নাকি তাঁর?

কপিলদেবের থেকেও বড়, ৬৭ বছরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক ঠাকুমার!

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার বয়সসীমা কী? ভারতে সরকারি চাকরির অবসরের বয়সসীমা ৬০ বছর। নানান চাকরিতে নিয়োগের বয়সসীমা আবার নানা রকম। স্কুল শিক্ষকের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ একরকম বয়স থাকে। সেনাবাহিনীর ক্ষেত্রে আর এক বয়সসীমা। ক্রিকেটের ক্ষেত্রে অবসরের বয়সসীমা কী? ক্রিকেট কেন, খেলার ক্ষেত্রে অবসরের নির্দিষ্ট কোনও বয়সসীমা নেই। যিনি যতদিন পারেন, সেরা ফর্মে থাকেন, ততদিন খেলেন। মনোজ সিং ঘোষিই যেমন ৪৩ বছরেও খেলে চলেছেন ক্রিকেট। দীপেশ কার্ভিক ৬৯ বছরেও সেরা ফর্মে রয়েছেন। সাধারণত দেখা যায়, ৩৫ বছরের ধারে-কাছে

অবসর নিয়ে নেন ক্রিকেটাররা। অন্যান্য খেলাতেও তাই দেখা যায়। কিন্তু নিয়মক বুড়ো আঙুল দেখাতে পারে কেউ কেউ। এমন কেউ কেউ আছেন, যাদের আবির্ভাবই হয় অনেক পরে। যা আমাদের ধারণার বাইরে। সেলি বাটিনের নাম শুনেছেন? শোনার কথা নয়। কিন্তু এ বার থেকে নিয়মিত শুনতে হবে এই নাম। যার আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেকই হয়েছে প্রায় ৬৭ বছর বয়সে। হিসেব ধরে বললে, ৬৬ বছর ৩৬৪ দিন। জিরাণ্টার হয়ে ক্রিকেট খেলেন সেলি। তাঁর জন্ম ১৯৫৭ সালের ২৩ মার্চ। অর্থাৎ, যাদের সঙ্গে খেলেন সেলি, তাঁরা মেয়ে নন, নাতিনির বয়সী। তা এই ঠাকুমা কিন্তু ৬৭ বছরেও নিরাশ করছেন না। তিনি কপিল



দেব, ইমরান খানের থেকেও বড়। তাতে কী, জিরাণ্টার উইকেটকিপার এস্টোনিয়ার

বিরুদ্ধে অবিশ্বাস্য রান আউট করে চমকে দিয়েছেন ক্রিকেট দুনিয়ায়। অনেকেই বলছেন, ৬৭ বছরেও তিনি ২৭ বছরের মতো ফিট। শুধু ক্রিকেট দিয়ে মাথা ঘাবে না সেলি বাটিনকে। ক্রিকেটে তিনি যেমন কিপার, ফুটবলেও তিনি একইরকম সাবলীল। আশ্চর্যজনক ভাবে ফুটবলের মতো গতিশীল খেলায় গোলকিপার হিসেবেই মাঠে নামেন তিনি। জিরাণ্টার মেয়েদের ক্লাব জিরাণ্টার ওয়েড এফসিতে নিয়মিত খেলেন। টুইটার সাঁক করলে তাঁর গুজ্ব ছবি বেরিয়ে পড়বে। সেলি নিশ্চিতভাবে মেয়েদের কাছে বিরাট অনুপ্রেরণার নাম হয়ে উঠেছেন। সচিন কাদিন আগেই মেয়েদের খেলার পক্ষে সওয়াল

করেছেন। ঘটনা হল তার দিন দুয়েক পরই, ২১ এপ্রিল আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পা রেখেছেন ৬৭ বছরের ঠাকুমা। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এত দিন সবচেয়ে বেশি বয়সে অভিষেক হয়েছে ক্রুস্কের উসমান গোকরের। ৫৯ বছর ১৮১ দিনে রোমানিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম ও শেষ টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেছিলেন তিনি। মেয়েদের দিক থেকে ভাবলে সেলির ৬৭ বছরে খেলা এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার। ক্রিকেটে কিপিং অভ্যাস কতটা একটা ব্যাপার। সেই কাজ অবলীলায় করে চলেছেন ৬৭ বছরের ঠাকুমা। ক্রিকেট সত্যিই কত কী শেখায়। আসলে খেলাই একমাত্র প্রেরণা, যা মানুষকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে। ৬৭ বছর বয়সেও

ক্লাসিকোয় বার্সেলোনাকে হারিয়ে শিরোপার আরও কাছে রিয়াল মাদ্রিদ

রিয়াল মাদ্রিদ ৩ - ২ বার্সেলোনা মাদ্রিদ, ২২ এপ্রিলঃ ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগের মধ্যে শুধু লা লিগাতেই গোল লাইন প্রযুক্তি নেই। কেন? গত বছর মে মাসেই জানিয়েছেন লা লিগা সভাপতি হাভিয়ের তেবাস। বলেছেন, গোল লাইন প্রযুক্তি ‘বেশ ব্যয়বহুল’। ওদিকে গত অক্টোবরে তেবাসের বাৎসরিক বেতন বাড়িয়ে ৫৪ লাখ ইউরো করার প্রস্তাবে স্পেনের প্রায় ৪০টি ক্লাবের ভোট দেওয়ার গুঞ্জন শোনা গিয়েছিল। সে যাই হোক, সান্তিয়াগো বার্নাব্যুর এল ক্লাসিকোতে ৩-২ গোলে হারের পর গোল লাইন প্রযুক্তির অনুপস্থিতি নিয়ে অক্ষেপ করতে পারেন বার্সার সমর্থকেরা। বলতে পারেন, যে প্রযুক্তি ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় বিভাগ লিগে আছে, সেটা ব্যবহার করতে না পারলে আর শীর্ষ পাঁচ লিগের কাতারে থাকা কেন! ম্যাচে দুই চির প্রতিদ্বন্দ্বী তখন ১-১ গোলের সমতায়। ২৮ মিনিটে বার্সার কর্নার থেকে লামিনে ইয়ানালের টেকা কোনামোতে ঠেকান রিয়াল মাদ্রিদ গোলকিপার অন্দ্রি লুনিন। ক্যামেরার বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল দেখেও ঠিক নিশ্চিত হওয়া যায়নি বলটি পুরোপুরি গোললাইন পেরোনারের আগেই লুনিন ঠেকিয়েছেন কি না! ভিডিও অ্যানালিসিস্ট রেফারি (ডিএআর) প্রযুক্তির রায় মেনে গোল দেননি মাঠের রেফারি। ধারাদায়্যাকারেরাও সে সময় গোললাইন প্রযুক্তির অনুপস্থিতি নিয়ে হতাশা প্রকাশ করেন। তবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপারটি ইতিমধ্যেই ব্যড তুলেছে। গোলাট পেলে যে বার্সাকে হারতে হয় না, রিয়ালও লিগ শিরোপার হাত ছোঁয়া দরজাে যায় না! ৩২ ম্যাচে ৮১ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের শীর্ষে রিয়াল। সমান ম্যাচে ৭০ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় বার্সা। ৬৮ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় জিরোন। হাতে ৬ ম্যাচ রেখে বার্সার সঙ্গে ১১ পয়েন্ট ব্যবধানে এগিয়ে রিয়াল। এই ৬ ম্যাচ থেকে সর্বোচ্চ ১৮ পয়েন্ট তুলে নিতে পারবে বার্সা। এখনই ১১ পয়েন্ট ব্যবধান



এগিয়ে থাকায় নিজেদের বাকি ৬ ম্যাচ থেকে আর ৮ পয়েন্ট তুলে নিতে পারলেই ৬৬তম লিগ জয় নিশ্চিত হবে রিয়ালের। অন্যদিকে বার্সা টুফি ছাড়াই মরসুম শেষের অপেক্ষায়। ৬ মিনিটে রাফিনিয়ার কর্নার থেকে গোল করেন অলেক্সান্দ্রি ক্রিস্টোসেন। ১২ মিনিট পর বার্সার বক্সে লুকাস ভাসকেজকে সমন্বিত প্রচেষ্টায় ফাউল করেন পাও কুবাবাসি ও হোয়াও কানসেলো। পেনাল্টি পায় রিয়াল। স্পটকিক থেকে ঠান্ডা মাথায় গোল করেন

ভিনিসিয়ুস। প্রথমার্ধে যোগ করা সময়ে ভান পায়ে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়েন বার্সার মিডফিল্ডার ব্রেন্ডি ডি ইয়াং। প্রথমার্ধের শেষ মিনিটে ক্রিস্টিনসেনের বদলি হয়ে নামা ফারমিন লোপেজ বার্সাকে গোল এনে দেন ৬৯ মিনিটে। লুনিন বল ধরতে ব্যর্থ হওয়ার সুযোগ নিয়ে ফিরতি শটে গোল করে বার্সাকে আবারও এগিয়ে দেন লোপেজ। এর মিনিট পাঁচেক আগে রবার্ট লেভানডফস্কিকে তুলে হেরান তেরেসকে মাঠে নামায় বার্সা।

অফসাইডের প্যাঁচে পরে তেরেসও পরে গোলের সুযোগ নষ্ট করেন। তবে পিছিয়ে পড়ার চার মিনিট পরই সমতায় ফেরে রিয়াল। ৭৩ মিনিটে ভলিতে গোল করেন ম্যাচে দুর্গন্ত খেলা ভাসকেজ। গোটা ম্যাচে যেভাবে নিজের উপস্থিতি জানান দিতে না পারা জুড বেলিংহাম এরপর রিয়ালের জয় এনে দেন। প্রয়োজনের সময় গোল করতে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। গত বছর অক্টোবরে লিগে প্রথম ক্লাসিকোয় ৯২ মিনিটে বেলিংহামের গোলে জিতেছিল রিয়াল। সেটাও ছিল ঘুরে দাঁড়িয়ে তুলে নেওয়া জয়। আজ ফিরতি ক্লাসিকোতেও বেলিংহাম রিয়ালকে জয়সূচক গোলটি এনে দেন যোগ করা সময়ে, ১ মিনিটে। ডান গ্রাস্ট দিয়ে ভাসকেজের মাথা ত্রুস খুঁজে নিয়েছিল বেলিংহামের পা। ৯২ মিনিটে ইংল্যান্ড তারকার এই গোলে ম্যাচ থেকে পয়েন্ট তুলে নেওয়ার সাধ চূর্ণ হয় বার্সার। লিগে এ নিয়ে ১৭ গোল হয়ে গেল বেলিংহামের। এবার লিগে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ গোলদাতাও বেলিংহাম। জিরোনার আরতম দোভাকের সঙ্গে পিছিয়ে ১ গোল ব্যবধানে। পাঁচ দিনের ব্যবধানে ম্যানচেস্টার সিটি ও বার্সাকে হারানোর স্বাদ পেল রিয়াল। গত বৃহস্পতিবার চ্যাম্পিয়নস লিগ কোয়ার্টার ফাইনাল ফিরতি লিগে টাইব্রেকারে সিটিকে হারিয়ে সেমিফাইনালে ওঠে কার্লো আনচেলত্তির দল। ইউরোপিয়ান প্রতিযোগিতার পরের ধাপে উত্তীর্ণ হওয়ার পর ক্লাসিকো খেলতে নেমে এটাই প্রথম জয় রিয়ালের। অন্যদিকে ইউরোপিয়ান প্রতিযোগিতা থেকে ছিটকে পড়ার পর ক্লাসিকো খেলতে নেমে এটাই প্রথম হার বার্সার। সেটাই ম্যাচে দুবার এগিয়ে যাওয়ার পর! ক্লাসিকোয় বার্সা এমন কিছু দেখা পাগে ১০৮ বছর পর। ক্লাসিকোয় বার্সা এর আগে সর্বশেষ দুবার এগিয়ে গিয়েও ছেড়েছে ১৯১৬ সালে এই এপ্রিলেই! লা লিগায় ২৬ ম্যাচে অপরাজিত রিয়াল। এই মরসুমে বার্সার বিপক্ষে টানা তৃতীয় জয় পেল আনচেলত্তির দল।

সুচিকিৎসা

২৬ বর্ষ • পঞ্চম সংখ্যা • ১ এপ্রিল ২০২৪

সুস্থম আহারে শরীর ফিট

- সচেতনতা অবলম্বন করে ক্রমিক কিডনি ডিজিজ থেকে দূরে থাকা সম্ভব
- ডায়াবেটিক নেশ্রোপ্যাথি ডায়াবেটিকদের কিডনির সমস্যা
- সফলতালভের পথে দরকার সার্থক ও কার্যকরী জীবন পরিচালনা
- হাট রিল্লসসমেটের কিছু সত্য ধারণা
- ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজি
- সুস্থম গুণে ভরপুর মাছ
- সর্বোচ্চ প্রোটিন পাওয়া যাবে মাংসে

সুচিকিৎসা এখন অনলাইনে পড়তে পাশের কোডটি স্ক্যান করুন